চমক ভরা
ধনতেরস
২৬ অক্টোবর থেকে ৬ নভেম্বর
(আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৮ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■31 October 2021 ■আগরতলা ৩১ অক্টোবর ২০২১ ইং■ ১৩ কার্ত্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

তৃণমূলের জমায়েত নিয়ে ত্রিপুরায় নজিরবিহীন ঘটনা, মধ্যরাতে উচ্চ আদালতের স্পেশাল কোর্টের শুনানী

রবীন্দ্রভবন চত্বরেই মিলল শর্তাধীন অনুমতি
পাঁচশ'র বেশী জমায়েতে নিষেধাজ্ঞা জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। তৃণমূলের জমায়েতকে ঘিরে রাজ্য এক নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী রইল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমায়েতের স্থান বদলের পুলিশি নির্দেশের প্রতিবাদ আদালত পর্যন্ত গড়াল। আদালত দীর্ঘ সওয়াল জওয়াব শেষে তৃণমূল কংগ্রেসকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা পূর্ব নির্ধারিত স্থান রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গনেই আয়োজনের শর্তাধীন অনুমতি দিয়েছে। সর্বোচ্চ পাঁচশ লোকের জমায়েতে আদালতের অনুমতি মিলেছে। সাথে আরও কিছু শর্ত আদালত জুড়ে দিয়েছে। তবে, আজ শনিবার রাত বারোটার মধ্যে সমস্ত শর্ত মেনে পশ্চিম আগরতলা থানায় তৃণমূল কংগ্রেসকে মুচলেকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সময়ের মধ্যে মুচলেকা দিতে ব্যর্থ হলে পুলিশকে জমায়েতের স্থান বদলের আদেশ কার্যকরে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভাস্থল বদল করবে না তৃণমূল। রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণে রাস্তায় অসমাপ্ত মঞ্চে দাঁড়িয়েই তিনি ত্রিপুরাবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। আজ শনিবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূলের এই দৃঢ় অবস্থানের ঘোষণা করেছিলেন দলের রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির কনভেনর সুবল ভৌমিক।

শনিবার বিকালে আগরতলায় রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রস্তাবিত জমায়েত স্থল পরিবর্তনের আদেশ নিয়ে হাজির হয়েছিল পুলিশ।

অন্যদিকে এ-বিষয়ে বিজেপির প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য প্রশ্ন তুলেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে জনসভায় তৃণমূল আপত্তি করছে কেন, বুঝতে পারছি না। এতে মনে হচ্ছে, তাঁরা প্রশাসনের নির্দেশ অমান্য করে বিশৃঙ্খলা সংগঠিত করতে চাইছে, বিষোদ্গার নবেন্দুর।

জনসমাগমে করোনার সংক্রমণ ছড়াবে। তাই জন-নিরাপত্তার প্রশ্নে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগামীকালের জনসভার স্থান পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়েছিল ত্রিপুরা পুলিশ। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণের বদলে বিবেকানন্দ ময়দানে প্রস্তাবিত জনসভার অনুমতি দিয়েছিল পুলিশ। এতে তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা জনসভার জন্য নির্মীয়মাণ মঞ্চের সামনে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, ৩১ অক্টোবর আগরতলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জনসভা করবেন বলে তৃণমূল সূচি নির্ধারিত করেছে। সে মোতাবেক প্রস্তুতিও চলছে জোর কদমে। তৃণমূলের দাবি, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে জনসভার জন্য পুলিশের কাছে অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। এ-বিষয়ে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, সমস্ত নিয়ম মেনে জনসভার জন্য পুলিশের অনুমতি নেওয়া হয়েছে। সে মোতাবেক মঞ্চ তৈরির কাজও চলছে। অথচ এখন পুলিশ এসে মঞ্চ তৈরির কাজে বাধা দিচ্ছে। বিবেকানন্দ ময়দানে জনসভা করার নির্দেশ দিয়েছে পুলিশ। তাঁর দাবি, তৃণমূলের জনসভাকে বানচাল করার জন্যই এই জঘন্য পথ বেছে নিয়েছে বিজেপি, অভিযোগ করে বলেন তিনি।

এদিকে, সদরের এসডিপিও রমেশ যাদব বলেন, তৃণমূলের জনসভা বাতিলের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। শুধু স্থান পরিবর্তনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণে তৃণমূলের জনসভার জন্য চার দিন আগে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ওই জনসভায় জনসমাগমের অনুমান থেকে করোনার সংক্রমণ ছড়ানোর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। তিনি বলেন, মূল শহরে প্রচুর মানুষের জমায়েত করোনা পরিস্থিতিতে কোনও ভাবেই অনুমতি দেওয়া যায় না। তাই, তাঁদের স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে জনসভার আয়োজন করার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

তাঁর দাবি, দু-দিন আগে এ-বিষয়ে চিঠি দিয়ে তাঁদের জবাব চেয়েছিল পুলিশ। কিন্তু তাঁরা জবাব দিতে এক দিন সময় নিয়েছে। তাছাড়া, গতকাল টেলিফোনে এবং আজ সকালে আমি নিজে এসে মঞ্চ তৈরির কাজ বন্ধ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু নির্দেশ অমান্য করে মঞ্চ তৈরি করছিলের তাঁরা। তাই পুলিশ ওই কাজ বন্ধ করতে হস্তক্ষেপ করেছে।

এদিকে স্থান পরিবর্তনের আদেশে তৃণমূল কংগ্রেস প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। তাঁরা নির্মীয়মাণ মঞ্চের সামনে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সুস্মিতা দেব, ত্রিপুরায় তৃণমূলের স্টিয়ারিং কমিটির কনভেনর সুবল ভৌমিক, তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ, আশিসলাল সিংহ সহ আরও অনেকে।

সন্ধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত নেন রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণেই আগামীকাল অসমাপ্ত মঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। তৃণমূলের ত্রিপুরা রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির কনভেনর সুবল ভৌমিক বলেন, জনসভার কয়েক ঘণ্টা আগে অনুমতি বাতিলের ঘটনা ভূ-ভারতে নজির স্থাপন করেছে। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, পূর্ব-নির্ধারিত স্থানেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জনসভায় অংশ নেবেন। তাঁর হুঙ্কার, প্রশাসনের অনৈতিক সিদ্ধান্ত মানছি না। সারা রাজ্য থেকে অগণিত মানুষ জড়ো হয়ে জনসভা সফল করার মধ্য দিয়ে বিজেপিকে কড়া জবাব দেবেন।

এ-বিষয়ে বিজেপির প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য বলেন, করোনার সংক্রমণের আশঙ্কায় প্রশাসন তৃণমূলকে স্থান পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়েছে। সে মোতাবেক অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাঁরা প্রশাসনের নির্দেশ অমান্য করে করোনার সংক্রমণ ছড়াতে চাইছেন। তিনি বলেন, প্রশাসনের কাছে দাবি জানাচ্ছি, আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক। তাঁর দাবি, বহিঃরাজ্য থেকে লোক এনে জনসভায় ভিড় দেখানোর উদ্দেশ্য তৃণমূলের সফল হচ্ছে না। তাই তাঁরা স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে জনসভায় ভয় পাচ্ছে। এজন্যই প্রশাসনের নির্দেশ অমান্য করে শহরে বিশৃঙ্খলা ঘটাতে তাঁরা চাইছেন, তীব্র ভাষায় বিষোদ্গার করেছেন নবেন্দু।

এদিকে, আজ রাতে তৃণমূল কংগ্রেস জমায়েতের স্থান বদলের পুলিশি নির্দেশের বিরোধীতায় উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে। জরুরী ভিত্তিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভূবনবনে মহিলাদের শ্লীলতাহানি সমাজদ্রোহীদের, থানায় বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। মদ বিক্রি বন্ধ করার জন্য পুলিশের ওপর চাপ সৃষ্টি করায় পশ্চিম ভুবন বনের বিন পাড়ায় মহিলাদের শ্লীলতাহানি ও মারধর করল মদ বিক্রেতারা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে শনিবার আগরতলা পশ্চিম থানায় প্রতিবাদ-বিক্ষোভ সংগঠিত করেন আক্রান্ত মহিলারা। আগরতলা পশ্চিম থানা এলাকার এয়ারপোর্ট রোডের বিনপাড়া এলাকার মহিলারা গত কয়েকদিন আগে মদ বিরোধী অভিযান চালিয়েছিলেন।

এলাকায় যারা মদ তৈরি করে এবং মদ বিক্রি করে তাদেরকে মদ তৈরি ও মদ বিক্রি বন্ধ করতে তারা অনুরোধ জানিয়েছিল। শুধু মদ বিক্রি নয় এলাকায় জুয়ার আসর বসে। মদ বিক্রি এবং জুয়া খেলা বন্ধ করার জন্য এলাকার মহিলারা অনুরোধ জানিয়েছিলেন। একাংশ বিক্রেতা ও জুয়াড়ি মহিলাদের কথায় কর্ণপাত করেনি। শেষ পর্যন্ত মহিলারা পুলিশের দ্বারস্থ হন। মহিলাদের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ওইসব এলাকায় গিয়ে যারা মদ বিক্রি করে তাদেরকে মদ বিক্রি বন্ধ করতে নির্দেশ দেয়।

তাতে ক্ষিপ্ত হয়েই গতকাল রাতে কয়েকজন মহিলাকে শ্লীলতাহানি ও মারধর করে মদ বিক্রেতারা। আক্রান্ত চারজন মহিলা সহ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে এবিভিপি কর্মীর উপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ কৈলাশহর নগর বিভাগের সম্পাদক শিবাজী সেনগুপ্তের ওপর আর আর কে আই স্কুলে প্রাণঘাতী হামলার প্রতিবাদে শনিবার এক প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত হয়। কৈলাসহরের আরকেআই স্কুলে সদস্যপদ সংগ্রহ কে কেন্দ্র করে শুক্রবার সংগঠিত হিংসাত্মক ঘটনার জেরে উত্তেজনার পারদ ক্রমশ ঊর্ধগামী হচ্ছে। উল্লেখ্য অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এর কর্মীরা আর কে আই স্কুলে সদস্যপদের সংগ্রহ করতে গেলে তাদের ওপর হামলা সংগঠিত করা হয়।

আক্রান্তরা থানায় এফআইআর করতে যাওয়ার পথে রাস্তায় তাদের উপর প্রাণঘাতী হামলা চালানো হয়। তাতে গুরুতরভাবে আহত হন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এর কৈলাশহর নগর বিভাগের সম্পাদক শিবাজী সেনগুপ্ত। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে রাতে তাকে হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। জিবি হাসপাতালে শনিবার তার অস্ত্রোপচার হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এর সদস্যদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ঘটনার প্রতিবাদে এবং অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এর পক্ষ থেকে শনিবার কৈলাশহর এর প্রতিবাদ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তৃণমূল নেতা কুনাল ঘোষকে থানায় তলব করে জিজ্ঞসাবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষকে আগরতলা পশ্চিম থানায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হলো। শনিবার কুনাল ঘোষ পশ্চিম থানায় আসেন ।রবিবার তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ত্রিপুরা সরকারের কথা রয়েছে।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফর কে সাফল্যমন্ডিত করার লক্ষ্যে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক প্রচার শুরু করেছে। এরইমধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষকে পশ্চিম থানায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়। এ নিয়ে বিভিন্ন মহলে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কুনাল ঘোষ পুলিশের কাছ থেকে নোটিশ পেয়ে পশ্চিম থানায় আসেন। তিনি বলেন তিনি পুলিশের যেকোনো নোটিশে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন রবিবার সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুর ও নগর সংস্থা নির্বাচনে ৩৩৩টি আসনেই প্রার্থী ঘোষণা বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। ত্রিপুরায় ২০টি পুর ও নগর সংস্থা নির্বাচনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে বিজেপি। পুরনিগমে একটি আসন বাদে ৩৩৩টি আসনেই প্রার্থী ঘোষণা করেছে শাসক দল। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ডা. মানিক সাহা প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে দাবি করেন, তৃণমূল স্তর থেকে সুপারিশের ভিত্তিতেই পুর ও নগর নির্বাচনে প্রার্থী বাছাই করা হয়েছে। নতুন ও পুরনোর মিশেলে প্রার্থী বাছাইয়ে একাধিক চমক রয়েছে বলে তিনি দাবি করেছেন।

এদিন আগরতলা পুর নিগম সহ ছয়টি নগর পঞ্চায়েত এবং ১৩টি পুর পরিষদে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে বিজেপি। গত ২৭ অক্টোবর রাজ্য নির্বাচন কমিশন ত্রিপুরায় পুর ও নগর সংস্থা নির্বাচনে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। আগামী ২৫ নভেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং ২৮ নভেম্বর ফলাফল ঘোষণা করবে কমিশন।

আজ বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ডা. মানিক সাহা বলেন, সমস্ত ওয়ার্ড থেকে যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা চাওয়া হয়েছিল। শিক্ষিত, রাজনৈতিক দক্ষ, মানুষের সাথে যোগাযোগ রয়েছে এবং সুনাগরিক হিসেবে পরিচিতদের তালিকা এসেছে। তাঁদের মধ্য থেকেই প্রার্থী বাছাই করা হয়েছে।

তিনি বলেন, তৃণমূল স্তর থেকে প্রস্তাবিত ৯৯ শতাংশ প্রার্থী তালিকায় প্রদেশ কমিটি সিলমোহর দিয়েছে। বাকি এক শতাংশ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর দাবি, গত দু-দিন ধরে টানা বৈঠকে সমস্ত প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, পুর ও নগর নির্বাচনে বিজেপি বামেদেরই বিরোধী হিসেবে মনে করছে। অন্য দলগুলি ময়দানে রয়েছে বলে মনে করছে না বিজেপি।

তৃণমূলের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে বিজেপি প্রদেশ সভাপতি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসন মানুষ দেখেছে। অশান্তি তৈরি করে নির্বাচনে জয়ী হয়েছে তাঁরা। ত্রিপুরার মানুষ তাঁদের সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। তাঁর কটাক্ষ, তৃণমূল ঘোলা জলে মাছ শিকারের চেষ্টা করছে। নির্বাচনের ফলাফলে তাঁরা সমস্ত জবাব পাবে। তাঁর দাবি, বিগত নির্বাচনের তুলনায় বামেদের ভোটের হার আরও অনেক কমবে। কারণ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশনায় এবং মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ত্রিপুরায় উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হয়েছে। কোভিড মোকাবিলায় কেন্দ্র ও রাজ্যের সাফল্য মানুষ সহজে ভুলে যাবে না। তাছাড়া, সকলের জন্য বিনামূল্যে টিকার ব্যবস্থা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মানুষকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। তাঁর প্রতিদান ভোটের মেশিনে প্রতিফলিত হবেই, দৃঢ়তার সাথে বলেন তিনি।

এদিন তিনি ছয়টি নগর পঞ্চায়েত এবং ১৩টি পুর পরিষদে সমস্ত আসনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করলেও, শুধু আগরতলা পুর নিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে প্রার্থী তালিকা পরবর্তী সময়ে ঘোষণা করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

কৈলাসহরে এবিভিপি কর্মীকে মারধর করে আহত করার প্রতিবাদে আগরতলায় সংগঠনের সমর্থকদের মিছিল। ছবি নিজস্ব।

চুড়াইবাড়ি পুলিশের জালে চার মহিলা সহ আরও ছয় বাংলাদেশি, ধৃত ভারতীয় দালাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৩০ অক্টোবর।। চার যুবকের পর আরও চার মহিলা সহ ছয় বাংলাদেশি নাগরিক এবং এক ভারতীয় দালাল ধরা পড়েছে করিমগঞ্জ জেলার বাজারিছড়া থানাধীন চুড়াইবাড়ি ওয়াচ পোস্ট পুলিশের হাতে। এবার যাদের ধরা হয়েছে তারা যথাক্রমে ফাতিমা আখতার (২১), আলিয়া বেগম (৪৫), সফিরা আখতার (২৩), নাজমা বেগম (২৫), আব্দুল গফুর (২৯) এবং সোহেল আহমেদ (২৩)। তাদের বাড়ি বাংলাদেশের খুলনা জেলার মোড়লগঞ্জ গ্রামে। এদের সাথে আটক করা হয়েছে করিমগঞ্জ জেলার রাতাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা জনৈক বিধানচন্দ্র দাস নামের এক দালালকে।

এ ব্যাপারে বাজারিছড়া থানার ওসি মনুরঞ্জন সিনহা জানান, শুক্রবার বিকেলে প্রথমে আগরতলা থেকে গুয়াহাটিগামী শেরাওয়ালি নাইট সুপারে তালাশি চালিয়ে চুড়াইবাড়ি ওয়াচ পোস্টের পুলিশ গ্রেফতার করেছিল চার বাংলাদেশি যুবককে। তাদের আজ শনিবার আদালতে পেশ করা হয়েছিল। আদালত চারজনকেই জেল হাজতে পাঠিয়েছে। এর পর ওইদিনই রাত প্রায় দশটা নাগাদ উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর থেকে লোয়াইরপোয়া (অসমের করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত) অভিমুখে আগত যথাক্রমে টিআর ০৫ ২৬১৬ এবং টিআর ০৫ ২৩১৮ নম্বরের দুটি যাত্রীবাহী অটোরিকশা চুড়াইবাড়ি পুলিশ চেক গেটে প্রবেশ করলে সন্দেহ হয় ওয়াচ পোস্টের ইনচার্জ মিণ্টু শীলের। মিণ্টু শীলের নেতৃত্বে দুটি অটোয় তালাশি চালিয়ে মোট সাত জনকে আটক করা হয়। তাদের মধ্যে ছয়জন বাংলাদেশি নাগরিক এবং একজন ভারতীয় দালাল। আজ তাদের করিমগঞ্জে বিচারবিভাগীয় আদালতে পেশ করা হয়েছিল। আদালত সবাইকে জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২৫ ▫ ৩১ অক্টোবর ২০২১ ইং ▫ ১৩ কার্ত্তিক ▫ রবিবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

পণপ্রথা ভয়ঙ্কর অভিশাপ

পণপ্রথা ভয়ঙ্কর সামাজিক অভিশাপ। পণ প্রথার বিরুদ্ধে নানা সময়ে নানাভাবে প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত পণপ্রথা সমাজ ব্যবস্থা থেকে পুরোপুরি মুছিয়া ফেলা সম্ভব হয় নাই। পণপ্রথার ভয়ঙ্কর অভিশাপে বহু নারীর জীবন অকালে ঝরিয়া পড়িতেছে। এই সামাজিক ব্যাধির মূলোচ্ছেদ করিতে না পারিলে সমাজকে পণপ্রথার অভিশাপ হইতে কোন দিনেই মুক্তি করা যাইবে না। বর্তমান তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ ব্যবস্থাতেও পণপ্রথা বহাল তবিয়তে চলিতেছে। এই পণপ্রথার জন্য শুধুমাত্র যে ছেলেরাই দায়ী তাহা নহে। পণপ্রথার জন্য বহুলাংশে দায়ী মেয়েরাও। এইতার নারীসমাজ কোনভাবেই অস্বীকার করিতে পারিবে না। নারীরা কিভাবে দায়ী তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। কেননা মেয়েরাই মা-বাবার কাছ হইতে বিভিন্ন জিনিস আদায় করিবার কৌশল গ্রহণ করিয়া থাকে। মেয়েরাও অনেক ক্ষেত্রেই আত্মকেন্দ্রিক। ছোটবেলা থেকে ছেলেমেয়েদের লালন পালন করিয়া, শিক্ষা-দীক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া মা-বাবা সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করিয়া থাকেন। তাহাদের একটাই উদ্দেশ্য, অন্তত পার্থক্য কালে ছেলেমেয়েরা তাহাদের পাশে দাঁড়াইবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েরা এই প্রত্যাশা পূরণ করেন তাহা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী ঘটনা রীতিমতো দুঃখজনক। যে সন্তানকে জীবন যৌবন উজাড় করিয়া মানুষ করিয়া থাকেন সেই সন্তান বৃদ্ধ মা বাবার প্রতি ন্যূনতম কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে চায় না। উপরন্ত মা-বাবার কাছ থেকে চাহিদামত জিনিসপত্র কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না মেয়েরাও। সেক্ষেত্রে পণপ্রথার জন্য মেয়েরা তাই নয় কি? অবশ্য এ কথা অনস্বীকার্য যে, পণপ্রথার জন্য পাত্রপক্ষ বহুলাংশে দায়ী। কেননা আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এখনো পাত্রপক্ষ পাত্রীপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করিয়া সোনা গয়না নগদ টাকা পয়সা দৃষ্টিনন্দন আসবাবপত্র সহ নানা জিনিসপত্র আদায় করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। পুত্র বধূ বরণ করেছে যাওয়া বাবা-মায়েরা যেন রীতিমতো সওদাগরের ভূমিকা পালন করে থাকেন। পুত্রবধূ ঘরে নিয় আসিবার সময় গাড়ি বোঝাই করা জিনিসপত্র পাত্র পক্ষের বাড়িতে নিয়া আসা হয়। এই চিত্র নিত্যদিনের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পণপ্রথার বিরুদ্ধে কঠোর আইনী ব্যবস্থা রহিয়াছে। কিন্তু সেই আইন প্রণয়নের সুযোগ বহু ক্ষেত্রেই নাই বলিলেই চলে। কেননা অন নেওয়া দেওয়ার বিষয়টি পাত্রপক্ষ প্রার্থী পক্ষ গোপন করিয়া যাবতীয় কার্য সিদ্ধি করিয়া থাকেন। আইনের ফাঁক গলে এইসব ঘটনা আদি অনন্তকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। এই ভয়ঙ্কর পণপ্রথা সমাজ থেকে বিলুপ্ত করিতে হইলে সমাজ পরিবর্তন খুবই জরুরী। এজন্য দরকার সামাজিক আন্দোলন। শুধু আমাদের রাজ্যে নয়, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পণপ্রথা ভয়ঙ্কর আকার ধারন করিয়াছে। সাম্প্রতিককালে কেরল রাজ্যে এই পণপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার হইতে শুরু করিয়াছে। কেরালার রাজ্যপাল স্বয়ং পণপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনমুখী হইয়া অনশনে বসিয়াছেন। এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। পণপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে অনশনে বসিয়াছেন স্বয়ং কেরলের রাজ্যপাল।দেশ যতই উন্নতির পথে অগ্রসর হোক না কেন এখনও ভারতে পণপ্রথার মতো কলঙ্ক দেশবাসীকে দগ্ধ করিতেছে। বিয়ের নামে পাত্রী পক্ষের কাছ হইতে অগণিত জিনিস, নগদ টাকা নেওয়া এবং তাহা দিতে না পারিলে নববধূর ওপর নির্মম অত্যাচার, এমনকী পণপ্রথার কারণে আত্মহত্যা, বধূ হত্যা বহু বছর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। এই প্রথার বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বাড়াইবার লক্ষ্যে পণপ্রথার বিরুদ্ধে সরব হইলেন কেরলের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান। তিনি বুধবার সকাল ৮টা থেকে নিজের বাসভবনে পণপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ অনশনে বসিয়াছেন। এই প্রথম এ ধরনের প্রথার বিরুদ্ধে এরকম প্রতিবাদ দেখা গেল।বলিতে গেলে বিরল দৃশ্য। এই অনশনের আয়োজন করিয়াছিল একাধিক গান্ধী সংস্থা, যাহার সূচনা হয় কেরলের গান্ধী ভবন দিয়া এবং পণ দেওয়া ও গ্রহণের বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি করিবার উদ্দেশ্যেই এই প্রতিবাদ। মহিলাদেরকে পণপ্রথার জন্য হেনস্থা হইতে হয় এবং তাহার ফলে অনেকেই আত্মহত্যার পথ বাছিয়া নিতে বাধ্য হন। রাজ্যপাল জানাইয়াছেন পণপ্রথা সমাজের অশুভ শক্তি এবং এর বিরুদ্ধে কড়া আইনও রহিয়াছে। শুধুমাত্র এর বিরুদ্ধে সাধারণ ও সামাজিক সচেতনতার প্রয়োজন।শুধু কেরালাতেই নয়, গোটা দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সহ প্রত্যেককে নিজ নিজ অবস্থানে থাকিয়া পণপ্রথার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস নিতে হইবে। একমাত্র সার্বিক প্রচেষ্টাতেই আমাদের সমাজ ব্যবস্থা হইতে এই ভয়ংকর পণপ্রথা দূর করা সম্ভব হইবে।

শক্তি বাড়ল সপা-র, যোগ দিলেন ৬ জন বহিষ্কৃত বিএসপি বিধায়ক

লখনউ, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): শক্তি বাড়ল বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)-র। বহুজন সমাজ পার্টির সঙ্গে সমস্ত ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করে শনিবার সমাজবাদী পার্টিতে যোগ দিয়েছেন ৬ জন বহিষ্কৃত বিএসপি বিধায়ক। এদিন সপা প্রেসিডেন্ট অখিলেশ যাদবের উপস্থিতিতে সমাজবাদী পার্টিতে যোগ দিয়েছেন ৬ জন বহিষ্কৃত বিএসপি বিধায়ক। এছাড়াও বিজেপি ছেড়ে সপা-তে যোগ দিয়েছেন একজন বিজেপি বিধায়ক।

সপা-তে যোগ দেওয়া এই ৬ জন বিএসপি বিধায়ক হলেন-হরগোবিন্দ ভার্গব, মুজতাবা সিদ্দিকী, হাকিম লাল বিন্দ, আসলাম রাইনি, সুষমা প্যাটেল, আসলাম চৌধুরী। এদিন সমাজবাদী পার্টিতে যোগ দিয়েছেন সীতাপুর সদর বিধানসভা আসনের বিজেপি বিধায়ক রাকেশ রাঠোর।

ভারতে ১০৫.৪৩-কোটির উর্ধ্বে টিকাকরণ, ২৪ ঘন্টায় ১১-লক্ষাধিক নমুনা টেস্ট

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): ভারতে ১০৫.৪৩-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনাভাইরাসের টিকাকরণ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৫৬ লক্ষ ৯১ হাজারের বেশি প্রাপক। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,০৫,৪৩,১৩,৯৭৭ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৫৬ লক্ষ ৯১ হাজার ১৭৫ জনকে। ভারতে ৬০.৭০-কোটির উর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শনিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৯ অক্টোবর সারা দিনে ভারতে ১১,৭৬,৮৫০ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৬০,৭০,৬২,৬১৯-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১১,৭৬,৮৫০ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৪ হাজার ৩১৩ জন।

লকডাউন কাটিয়ে স্বাভাবিক ছন্দে অস্ট্রেলিয়া, খুলল দোকান বাজার

মেলবোর্ন, ৩০ অক্টোবর (হি. স.) : শনিবার করোনা আবহে এক নতুন সকাল দেখল অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর মেলবোর্ন। এদিন খুলেছে দোকান বাজার। রাস্তা ঘাটে চোখে পড়েছে ভিড়।

করোনা অতিমারির শুরুর পর থেকে দীর্ঘ নমাস ধরে লকডাউন দেখেছে মেলবোর্ন। সরকারের তরফে এদিন বিধিনিষেধ শিথিল হওয়ার পর বাইরে বেরিয়েছেন অনেক মানুষ। অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া রাজ্যের রাজধানী মেলবোর্নে ১৬ বছর বা তার বেশি বয়সীদের টিকাকরণের হার ৮০ শতাংশ অতিক্রম করার পরেই নিয়মে শিথিলতার কথা ঘোষণা করে সরকার। স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকদের মতে, মূলত টিকাবিহীনদের মধ্যে গুরুতর সংক্রমণ প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

ভূগর্ভস্থ জলের সঙ্কট বেড়েই চলেছে মোকাবিলার কয়েকটি সহজ উপায়

অনুভব বেরা

সদ্য ভারতের নীতি আয়োগ একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। তাতে বলা হয়েছে ২০২০ সালের মধ্যে ২১টি ভারতীয় শহরে ভূগর্ভস্থ জলের ভাণ্ডার শেষ হয়ে যাবে। যার মধ্যে রয়েছে, রাজধানী দিল্লি, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, হায়দরাবাদের মতো শহর। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে এর ফলে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হবেন অন্তত দশ কোটি মানুষ। ২০৩০-এ দেশের ৪০ শতাংশ মানুষ পানীয় জলের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। ভারতের ভূগর্ভস্থ জলের সংকট যে ঘনিয়ে আসছে তা বেশ কয়েকবছর আগে বিভিন্ন সমীক্ষা ও গবেষণা থেকে জানা গিয়েছিল। ভারতের পঞ্চম ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের রিপোর্ট ২০১৭-র নভেম্বর প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছিল ভূপৃষ্ঠের উপরের জলে ঘটতি তাই মানুষ মাটির নীচের জলকে যথেচ্ছবাবে তুলে ফেলছে। নাসার উপগ্রহ চিত্রের ছবি থেকে ভারতের জলাধারগুলির জলে হু হু করে কমার ইঙ্গিত মেলে। তাতে আমরা সচেতন হইনি। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। নদীমাত্রিকও বটে। কৃষিকাজে ও দৈনন্দিন জীবনে আমরা মাটির নীচের জলকেই ব্যবহার করছি। বেশ কিছু রাজ্যে নদীর জলে সেচ ব্যবস্থা থাকলেও তা চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। তা ছাড়া ভারতের প্রধান নদীগুলির জল কমে আসছে। এমতাবস্থায় মাটির জল ছাড়া উপায় কোথায়? গত দশ বছরে ভূগর্ভের জলের চাহিদা যেমন বেড়েছে, তেমনই চলছে জলের অপচয় ও 'জলের লুঠ' ভারতের জলসম্পদ কমিশনের মতে ২০৫০ সাল নাগাদ ভারতের লোকসংখ্যা ১৭৫ কোটি হবে। তার জন্য খাদ্যশস্যের উৎপাদন দ্বিগুণ করতে হবে এবং ৬ কোটি হেক্টরের পরিবর্তে ১১ কোটি ৪০ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করতে হবে। এই বিপুল জলের চাহিদা মেটাতে চাষের ক্ষেত্রে বিকল্প ভাবনা আনতে হবে। সবার আগে সেচ ব্যবস্থার মুক্ত বন্যা পদ্ধতি (সারা জমিতে টইটম্বুর জল ভরে চাষ) বন্ধ করতে প্রতি বিন্দু জল পিছু ফসল ও আয় নীতি ধারণা বাধ্যতামূলক চালু করতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা ইজরায়েলের দুটি সমবায় পদ্ধতি 'কিবুৎজ ও মসহ্যাভ (মসহ্যাভ উপায় হল কৃষিজমিতে জলের স্বল্প ব্যবহার ও গ্রিনহাউস কৃ-কৌশলের সংবলিত রূপ। যেখানে কম জলে স্থানীয়ভাবে প্রচুর ফসল উৎপাদন করা যায়। একে মূল্যযুক্ত ফসল বলা হচ্ছে। চেন্নাইয়ের এম এস স্বামীনাথর রিসার্চ ফাউন্ডেশনের মতে এই পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি হার বজায় রেখেও জলসম্পদ দীর্ঘস্থায়ী করা যায়। সেই সঙ্গে পরিবেশও জৈব বৈচিত্র্য ধরে রাখা সম্ভব হবে। এছাড়া ভারতে রেন ওয়াটার হারভেস্টিং এবং কম জলের ফসলের ভ্যারাইটির চাষের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

ভারতে বেহিসেবিভাবে জল তুলছে শহর মফস্বল, গ্রামের মানুষ। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে বেসরকারি জল সরবরাহকারী সংস্থা। ১৯৯৪ সাল থেকে জল নিয়ে বাণিজ্য শুরু হয়ে গেছে। বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থা ভারতের মাটি থেকে জল তুলে মুনাফা লুঠছে। রেডিয়াম ওয়াটার লিমিটেড। ২০০০ সাল নাগাদ ছত্তিশগড়ের দূর্গ জেলার বেরাই শিল্প বিকাশ কেন্দ্রে প্রতিদিন ৩০০ লক্ষ লিটার জল সরবরাহ করে থাকে। ২০০৪ সালে কোকাকোলা কোম্পানি সারা বিশ্বে ২৮৩ বিলিয়ন লিটার জল সরবরাহ করেছে। ইন্ডিয়া রিসোর্স সেন্টারের মতে, বারত থেকে যে পরিমাণ জল তুলেছে, সেই জল দিয়ে ওড়িশা কিংবা রাজস্থানের সমগ্র জেলার এখ বছরের দলের প্রয়োজন মিটে যেতে পারত।

অন্যদিকে ভারতের ৩১১৯টি ছোব বড় উঁচু উঁচু ফ্ল্যাটবাড়ি নিগড়ে নিচ্ছে মাটির তলার জল। অথচ মাটির তলার জলের রিচার্জ হচ্ছে না। বৃষ্টির জল ধরে রাখার পদ্ধতিতে তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছে না মানুষ। অথচ হাজার হাজার বছর আগে থেকেই মানুষ বৃষ্টির জল সঞ্চয় করে আসছে। এর সবচেয়ে প্রাচীন চার হাজার বছরের পুরনো নিদর্শন রয়েছে প্যালেস্টাইন ও গ্রিসে। ভারতে বৃষ্টির জল সঞ্চয়ের ইতিহাসও খুব প্রাচীন। সারা দেশজুড়ে নানা কৌশলে বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবহার হয়ে আসছে। যেসব সাবেকি পদ্ধতিগুলির কিছু অকেজো,অবহেলিত হলেও কিছু এখন কার্যকরী। সেকল ব্যবস্থা রি মডেলিং করে প্রয়োদ করার সময় এসে গেছে।

রাজস্থানের জোহাদ, খদিন মহারাষ্ট্রে ভাণ্ডারা হিমাচলের কুহল মধ্যপ্রদেশের পাট, কর্ণাটকের কেরে তামিলনাড়ুর ইরি ইত্যাদি সবই সেচের জল ধরে রাখার পুরনো ব্যবস্থা। তার জন্য পাহাড়, মালভূমি ও সমতলের জল প্রবাহকে নানা ধরনের বাঁধ দিয়ে জলআটকে রাখা হয়। মেঘালয়ে বাঁশের নলের ড্রিপ ইরিগেশন পদ্ধতি দুশো বছরের পুরনো। মিজোরাম, নাগাল্যান্ডে বাঁশের নালি দিয়ে চালের জল সংগ্রহে কৌশল তাদের একেবারেই নিজস্ব।

ডোবা, পুকুর, দিঘি, বিল, ঝিল ইত্যাদি ছোট বড় জলাশয়গুলি জল সঞ্চয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গ সহ যে সব জায়গায় সহজে নলকূপের জল পাওয়া যায় সেখানে পুকুর দিঘি ইত্যাদি জলশায়গুলো রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অবহেলায় অকেজো হয়ে থাকে। জলাশয়গুলোর বর্ষার আগে সংস্কার করে নিলে অনেকটা কাজ হয়ে যায়। ভূপৃষ্ঠের সব রমক জলাশয়ের জল সরাসরি ব্যবহার ছাড়াও মাটির প্রকৃতি অনুযায়ী কমবেশি চুঁইয়ে গিয়ে ভূগর্ভস্থ জলস্তরে যোগ হয়। মাটির তলার জলভাণ্ডারে জল থাকলে ওপরের জলাশয়ের জল তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় না। বেলেমাটির পুকুরে জলধরে রাখার দন্য এখন পুকুরের ভিতর দিক বাঁধা না, পলিথিনের আস্তরণ দেওয়া, কাদামাটি যোগ করে পুকুরের জলধারণ ক্ষমতা বাড়ানো নানা রকম আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে। বাড়ির ছাদ বা চালের জল সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে কিছুটা জল গৃহস্থলির কাজের জন্য পলিথিনের ট্যাঙ্ক বা পাকা চৌব্বাচ্চার জমা করা যায়, বাকি জল ভূগর্ভস্থ জলবাণ্ডারে নানা উপায়ে যোগ করা যায়। সরাসরি ব্যবহারের জল এবং ভূগর্ভস্থ জলস্তরে যোগ করার জল, উভয় ক্ষেত্রেই জল পরিশ্রুতি করা প্রয়োজন। পরিশ্রুতি করলে জল স্বচ্ছ হয় ও জীবাণু মুক্ত হয়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

পুলিশ কেমন আছে?

নীল সরকার

পুলিশকে কেউ আত্মীয় ভেবে এত দরদ্রি প্রশ্ন করে না। উপনিবেশ শাসনের সময় থেকে পুলিশকে তৃণমূলীর স্তরের শাসক ভেবে ভামজনতা সিটিয়ে থাকে। পুলিশ আদতে, শাসকের মুখ। বিগত দশকে পুলিশ দিবস, পুলিশ স্মরণ দিবস এমন উদ্যোগের মাধ্যমে রাষ্ট্র পুলিশের জাতি গঠনের অবদানকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। আমজনতার মানসে পুলিশ এখনও প্রশাসনের দুষ্ঠু ছেলে। পুলিশ আইনের রক্ষক। সংসদীয় আইনি পরিকাঠামোয় পুলিশ জনতাকে সুরক্ষা পুলিশের কাজও দেশের বাইরের কাজ সেনাবাহিনীর। এই কাজ ২৫ ঘন্টার। সমাজে কিছু ঘটলে সকালে পুলিশের কড়া সমালোচনা করেন। সেই পুলিশ কেমন আছে? এমন ইউরোপীয় ধাচের পুলিশ এই দেশে ছিল না। লর্ড কর্নওয়ান্সিস গঠন কয়েছিলেন, জমিলরদের সরিয়ে জনতার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক গড়তে। নানা বিবর্তনের মাধ্যমে তা এই রূপ পরিগ্রন্থ করেছে। কিন্তু জনতা-পুলিশ সম্পর্ক সেই এক জায়গাতেই। এখন দেশ স্বাধীন। আইন রক্ষা করতে ও বৃহত্ত্বর স্বার্থে কাজ করতে পুলিশকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়। কিন্তু স্থায়ী সমস্যা আছে। যেমন জনতার অনুপাতে পুলিশের সংখ্যা কম, চরম সীমায় কাজের সময়, পরিকাঠামো কোথাও ছয়ের দশকের তো কোথাও এই শতকের। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। কম ছুটি। আট ঘন্টার বেতনে কাজ করতে হবে অষ্টমপ্রহর। মোট কথা, পুলিশের চাকরি দেশের সিটিল চাকরিগুলোর মধ্যে সবথেকে কঠিন। জনতার ক্ষোভ, আদালতের নির্দেশও সাসকের ইচ্ছা—এই তিন সুতোয় বারসাম্য রেখে চলতে হয়। সহজ নয় মোটেও। গত বছর গড়ে দিনে একজন করে পুলিশকর্মীর মৃত্যু হয়েছে বললে অনেক চমকে উঠবেন। যাঁরা জনতাররক্ষক, তাঁদের মৃত্যু নিশ্চিত শঙ্কা জাগার। গত বছর ৩৭৭ জন শহিদ, আগের বছর ২৬৫। ২০১৮ সালে ২৯২ জন। সব মিলিয়ে স্বাধীনতার পর থেকে ৩৫ হাজার। ৭০০-র আশপাশে। সেনাবাহিনী শহিদ হয় না জানা বিদেশি শত্রুর হাতে। পুলিশের শহিদ হওয়ার কারণ নিজের সহ-নাগরিকরা। এটাই ফারাক। তথ্য বলছে, সর্বাধিক নিহত হন জঙ্গিদের হাতে। কাশ্মীরে পাকিস্তান থেকে জঙ্গি এসেও মাওবাদী এলাকা খঁটি ভারতীয়। জনতা। পুলিশ সংঘর্শেও বৃহত্তর স্বার্থে পুলিশের প্রাণ যায়। তেমনই আত্মরক্ষার্থেও পুলিশের গুলিতে সহ নাগরিকের প্রাণ যাওয়ার ঘটনা বিরল নয়। সারা পৃথিবীতেই রাজনৈতিক ধর্মীয় বা অর্থ-সামাজিক কারণে পুলিশ জনতা সংঘর্ষ চলতেই থাকে। প্রাণও যায়। সমাধান কী? প্রাণ মানবিক কারণেই সবথেকে দামি। উন্নত দেশে পুলিশের সুরক্ষায় শুধু আনি কবজ দেওয়া হয়নি, পোষাকের সুরক্ষাও দেওয়া হয়েছে। জনতা ও পুলিশ উভয় পক্ষের মানসিকতা পরিবর্তনের দিকে নতুন প্রশিক্ষণ চালু হয়েছে। উবয় পক্ষে। মনে গেঁথে দেওয়া হচ্ছে, আমরা সহ-নাগরিক। এই অনুভূতিটা থাকলে নাকি হিংস্রতা অনেকটা কমে যাচ্ছে। সবটাই পরীক্ষার স্তরে।

সহ-নাগরিকের হাতে আইনরক্ষকদের হত্যা যা উলটোটা শিক্ষিত ও পরিণত সমাজের জন্য ভাল বিজ্ঞাপন নয়। বাংলা বিগত জমানার মাওবাদী পর্ব পিছনে ফেলে একন অনেক শান্ত। পুলিশ জনতা সংঘাত কমে এসেছে। জনতা ১ সেপ্টেম্বর পুলিশ দিবস-এ পুলিশকে ফুল দিয়ে সম্ভাষণ করছিল। যা লক্ষণীয় উন্নত। পুলিশ জনতা সম্পর্ক আইনে বাঁধা থাকলেও পুলিশের কর্মীরা আমাদের সমাজ থেকেই আসেন। আবার, অবসরের পর সেই সমাজেই ফিরে যান। পুলিশ যে আচরণ জনতার সঙেগ করে, সেটা আইনের পথে করলেও সবসময় জনতার মনোমতো হয় না। অর্থাৎ আইন নমনীয় বলে। অধিকাংশআইনের জন্ম উপনিবেশের আমলে। তখন সামাজিক প্রেক্ষাপট ভিন্ন ছিল। অথচ জনতার অধকীর স্বীকৃত হল সংবিধানে দু' শতকের দু'-শ্রেণির শাসকের হাতে রচিত এই আইন ও সংবিধানের মৌলিক অধিকার জনতা পুলিশ সংঘাতের কাজকে কারণ। আমজনতা সংবিধানিক মৌলিক অধিকারের সীমার বিষয়ে প্রায় অচেতন। এই নেটের যুগে বিদেশর অধিকারকেও স্বদেশের বলে ধরে নেয়। সংবিধান-প্রণেতারা নাগরিকে সচেতনতার উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন মৌলিক অধিকারের সীমানা। সেই সচেতনতা রাজনৈতিক দলের প্রায় কাণও নেই। তার উপর সংবাদ মাধ্যমের নজর কাড়তে তীব্র আকর্ষণ অন্য বিপদ ডেকে আনছে। অন্যদিকে পুলিশ বাঁধা সাহেবদের ছেড়ে যাওয়া আইনি কাঠামো। যে আইন মোটেও নমনীয় নয়। জনতা চাইছে সীমাহীন মৌলিক অধিকার। পুলিশ চাইছে বৃহত্তর স্বার্থে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে। বিপরীতমুখী এই ব্যবস্থার মাঝামাঝি একটা জায়গা জরুরি। যাঁরা গণ আন্দোলন করেন, তাঁদের দায়িত্ব মানুষকে আইনের সীমানা বিষয়ে সচেতন করা। পুলিশের সঙ্গে বসিয়ে আলোচনার মাধ্যমে করা যেতে পারে। পুলিশ ও জনতা ফেসে আছে ইংরেজদের আইন ও ভারতীয় সংবিধানিক অধিকারের মাঝে।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

করোনা-বার্তা ঃ পরিবেশকে বাঁচাতেই হবে

সূর্যশেখর দাস

ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জারি বোলসোনারোর মতো পরিবেশ বান্ধব মানুষ এই পৃথিবীতে খুব বেশি পাওয়া যাবে না। গত বছরের জানুয়ারিতে বোলসোনারো ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ শুর করেন। রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করা আগেই উনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে ব্রাজিলকে কৃষিক্ষেত্রে এবং খনিজ পদার্থ নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে আলাদা উচ্চতায় নিয়ে যাবেন। ওঁর লক্ষ্য ছিল পৃথিবীতে ২০ শতাংশ অক্সিজেনের যোগান দেওয়া আমাজন রেনফরেস্ট যা 'পৃথিবীর ফুসফুস নামে পরিচিত। আমাজন রেনফরেস্টের প্রায় ৫৯ শতাংশ ব্রাজিলের অন্তর্গত। উনি সত্যই কথা রেখেছেন। ওঁর উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণায় আমাজন বৃষ্টি অরণ্যে নির্বিচারে গাছ কাটা হচ্ছে। এই চিরহরিৎ বনভূমিকে কার্যত ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে। ব্রাজিলের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইনপে-র একটা তথ্যই অনেক পরিবেশপ্রেমী মানুষের মনের যন্ত্রণা বাড়িয়ে দেবে। গত জুলাইয়ে আমাজনের বৃষ্টি অরণ্যে বনভূমি সংহার ২০১৮-র জুলাইয়ের তুলনায় ২৭৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত আগস্ট থেকে যে দাবানলে আমাজন ছারখার হয়ে যাচ্ছে তা বহু ক্ষেত্রেই মনুষ্যসৃষ্ট। ব্রাজিলের অন্তর্গত আমাজনকে এভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে, দেশি বিদেশি মিডিয়া রীতিমতো তথ্য প্রমাণ দিয়ে আমাজনের এই দূর্দশার কথা তুলে ধরছে, এরপরেও ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট পৃথিবীর ফুসফুস কে রক্ষা করার জন্য কোনও সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করবেন না? ওঁর কি পরিবেশের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি কোনও দায়বদ্ধতা নেই? গত বছর ইনপে-র দেওয়া এক তথ্য অনুযায়ী, এক বছরের মধ্যেই আমাজন রেনফরেস্টের ৩৭০০ বর্গমাইলেরও বেশি অঞ্চল (যা লেবাননের ভৌগোলিক আয়তনের প্রায় সমান) জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছে। শুধু ২০২০-র জানুয়ারি মাশেই ২৮৪.৩ বর্গ কিলোমিটার বনভূমি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। ইনপে এটাও জানিয়েছে যে ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরে আমাজন বৃষ্টি অরণ্যে বনভূমি ধ্বংস ইতিমধ্যেই প্রায় ৮৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট কাজের মানুষ উনি ব্যবসাটা খুব ভালো বোঝেন। ওঁর ব্যবসার আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করতে গিয়ে যদি আমাজনের চিরহরিৎ বনভূমি ধ্বংসও হয়ে যায় তাহলেও উনি বোধহয় মোটামুটি নিরুদ্বেগেই থাকবেন। আমাজনের পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষা করতে যে সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সেই আইবামা-র গতিবিধিকে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট অন্যায়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করছেন। বোলসোনারো বচন আমাদের প্রায়শই 'মন্ত্রমুগ্ধ' করে। করোনা ভাইরাসের অভূতপূর্ব আক্রমণে আমরা সবাই যখন বিপর্যস্ত, কিছুদিন আগেও সেই মারণ ভাইরাস ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টের কাছে ছিল শুধুই 'লিটল ফ্লু' তিনি আরও বলেছিলেন যে, করোনা ভাইরাসকে একনজ বীরপুরুষের মতো মুখোমুখি মোকাবিলা করতে হবে মহিলাদের মতো ঘরের কোণে আটকে থাকলে চলবে না। করোনা-আক্রান্ত এই কঠিন সময়ে সোশ্যাল ডিস্ট্যান্সিং বা ফিজিকাল ডিস্ট্যান্সিং ওঁর কাছে বিশেষ পাত্তা পায়নি। ওঁর কাছে একটা সময় পর্যন্ত করোনা সংকট ছিল কার্যত 'মিডিয়া ট্রিক' উনি ভাগ্যিস বলেননি যে মিডিয়াই কারসাজি করে করোনা ভাইরাস সৃষ্টি করেছে। এই জুন মাসেই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মানুষের তথ্য যে সরকারি ওয়েবসাইটে দেওয়া হচ্ছিল তা হঠাৎই একদিনের জন্য কর্পূরের মতো উবে যায়। একদিন পরে সেই ওয়েবসাইটের অস্তিত্ব আবার বোঝা গেলেও দেখা যায় কোভিড-১৯ সংক্রান্ত স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনা প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত ব্রাজিলের সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটটি আবার যেন প্রাণ ফিরে পায়। বোলসোনারো ইতিমধ্যেই দু'জন স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে ছাঁটাই করেছেন। কারণ ওঁরা প্রেসিডেন্টর অন্তঃসারশূম্য দাম্ভিকতা মেনে নিতে পারছিলেন না। কেউ যুক্তি দিয়ে কথা বললেও তিনি যদি ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টর সঙ্গে একমত না হন, তাহলে তাঁক পদচ্যুত হতে হয়। বোলসোনারোরর 'গণতান্তিক' মানসিকতা সত্যিই অত্যন্ত 'প্রশংসনীয়'। করোনা আক্রান্ত তথা মৃতের তালিকায় আমেরিকার পরেই ব্রাজিল স্থান পেয়েছে বিশ্ব ফুটবলের সফলতম দেশ (ব্রাজিল) সংশ্লিষ্ট তালিতায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। খোদ বোলসোনারো নিজেই করোনাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ওই অবস্থাতেও উনি লোকজনের সঙ্গে মাস্ক ছাড়াই কথা বলেছেন। একজন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ওঁর এই ধরনের কাজকর্ম কি মেনে নেওয়া যায়? কোভিড-১৯ নামক বৈশ্বিক অতিমারি প্রেক্ষাপটে বোলসোনারো ব্রাজিলের নাগরিক, চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর তীব্র তাচ্ছিল্য এবং উদাসীনতা দেখিয়েছেন---এই মারত্মক অভিযোগও তো উঠেছে।পৃথিবীর ফুসফুস ক্রমশ বিনাশের দিকে এগোচ্ছে। এদিকে মুম্বাইয়ের ফুসফুস আরে অরণ্যেকে কি আমরা পূর্ণ সুরক্ষা দিতে পেরেছি? গত বছরের অক্টোবর মাসে তৎকালীন মহারাষ্ট্র সরকার মুম্বাই মেট্রোর কারশেডের নির্মাণের জন্য আরে অরণ্যের একাংশ বেছে নেয়। কিন্তু এজন্য তো অরণ্যের একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এমনিক বৃহনমুম্বাই পুরসভাও অনুমতি দিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত মুম্বাইয়ের সাধাণর মানুষ এবং পরিবেশপ্রেমীরা আরে বনাঞ্চলকে বাঁচাবার জন্য বম্বে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। কিন্তু সেই মামলার রায় পরিবেশপ্রেমীদের বিপক্ষে যায়। মুম্বাই মেট্রো যুদ্ধকালীন তৎপরতায় অন্তত ২১৪১টি গাছ কেটে ফেলে। তবু পরিবেশকর্মীরা দমে যাননি। ওঁরা ওঁদের লড়াইটা শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে টেনে নিয়ে যান। শীর্ষ আদালত আরে অরণ্যে নতুন করে গাছপালা কাটার উপরে স্থগিতাদেশ দেয়। এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে যে আরে বনাঞ্চল ভারতের বাণিজ্য নগরীর ফুসফুস হিসেবে অক্সিজেন সরবরাহ করে থাকে, সেখানে কি সবুজের রকপাত ঘটানো খুব দরকার ছিল? ওদিকে ১৬০০ কিলোমিটার ব্যাপী সুবিস্তৃত ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের তালিকাভুক্ত পশ্চিমঘাট পর্বত মালার জীববৈচিত্রকে ক্রমাগত ধ্বংস করা হয়েছে। কিন্তু রক্তাক্ত নিরপরাধ প্রকৃতি পাল্টা ফুঁসে উঠেছে। ২০১৮ সালের কেরেলের ভয়ঙ্কর বন্যার কথা কি আমরা কোনদিন ভুলতে পারব? আবার ভারতের উপকূল অঞ্চলকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে ম্যানগ্রোড অরণ্যের একটা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ম্যানগ্রোভ বনভূমিকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে ধ্বংস করা হয়েছে। অথচ গত নভেম্বরে বুলবুল ঘূর্ণিঝড় যে পশ্চিমবঙ্গকে সেভাবে তছনছ করতে পারেনি তার কারণ ম্যানগ্রোভ অরও বুলবুরে বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। যদিও এজন্য ম্যানগ্রোড বনাঞ্চল আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে করোনা ভাইরাসের দৌলতে আমেরিকা, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, স্পেন, মেক্সিকো, ইটালি এবং ব্রাজিলের মতো বহু দেশে মৃত্যু মিছিল চলছে। ওইসব দেশের বহু প্রাণবন্ত শহর তীব্র বিষণ্নতায় আক্রান্ত হয়েছে। প্রতিদিনই বহু মানুষ নতুন করে করোনা কাঁটায় বিদ্ধ হচ্ছেন পৃথবীর ফুসফুস থেকে মুম্বাইয়ের ফুসফুস আক্রান্ত হয়েছে, এদিকে করোনা আমাদের ফুসফুসকে আক্রমণ করেছে। চিনের উহান প্রদেশের গৃহপালিত পশু অরণ্যের জীবজন্তর সংস্পর্সে এসেছিল।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

পশ্চিম আগরতলা থানায় পুলিশের জেরার মুখোমুখি হন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। ছবি ঃ নিজস্ব

ঢাকায় বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ

মনির হোসেন,ঢাকা,৩০ অক্টোবর।। আগামী ডিসেম্বরে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সুবর্ণজয়ন্তী। একই সময়ে নিকট প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কেরও পাঁচ দশক পূর্তি। ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণ উদ্যাপনের জন্য বাংলাদেশের আমন্ত্রণে ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ঢাকায় আসছেন। তিনি ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় বিজয় দিবসের বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। শনিবার সন্ধ্যায় ঢাকা ও দিল্লির কূটনৈতিক সূত্রগুলো এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

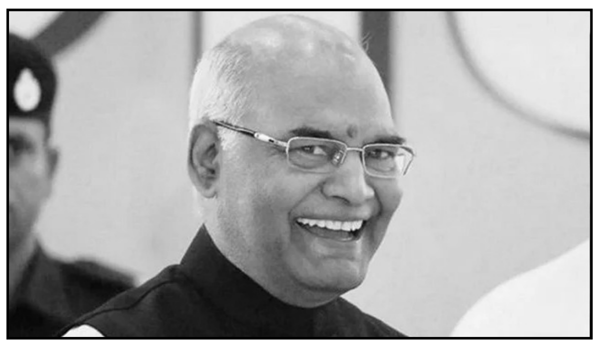

জানা গেছে, ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের ঢাকা সফরটি ১৫ ডিসেম্বর শুরু হয়ে তিন দিনের জন্য হতে পারে। ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসেবে এটি হবে তাঁর প্রথম বাংলাদেশ সফর।

দুই দেশের কূটনৈতিক সূত্রগুলো জানিয়েছে, ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল নিকট প্রতিবেশী ভারত। দিনটিকে স্মরণীয় করতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৬ ডিসেম্বরকে মৈত্রী দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেন। দিনটিতে ভারত আয়োজিত মৈত্রী দিবসের অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছোট কন্যা শেখ রেহানাকে অতিথি হিসেবে নয়াদিল্লি সফরের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে সরকারের এক ঊর্ধতন কর্মকর্তা বলেন, ৬ ডিসেম্বর ভারতে এবং ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশে দুই দেশের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের সফর নিয়ে আমাদের প্রস্তুতি চলছে। এ সপ্তাহে এ নিয়ে দুই দেশের কূটনীতিকদের মধ্যে দিল্লিতে আলোচনা হয়েছে।

জানা গেছে, ভারতের রাষ্ট্রপতি এরই মধ্যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো ঢাকা সফরের বিষয়টি ঘোষণা করা হয়নি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বাংলাদেশ ও ভারত যৌথভাবে বিশ্বের ১৮টি দেশে যেখানে ওই দুই দেশের মিশন আছে, সেখানে মৈত্রী দিবস উদ্যাপন করবে। যৌথ আয়োজনের মধ্য দিয়ে প্রতিবেশী এই দুই দেশের সম্পর্ক ও বন্ধন তুলে ধরবে। দুই দেশ নিজেদের এই দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করে থাকে।

রাশিয়ায় করোনার প্রকোপ কমছেই না, মৃত্যু আরও ১,১৬০ জনের

মস্কো, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): করোনাভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত কমছেই না রাশিয়ায়। মারণ এই ভাইরাসের প্রকোপে মৃত্যু-মিছিল অব্যাহত রাশিয়ায়। হু হু করে বাড়ছে নতুন আক্রান্তের সংখ্যাও। রাশিয়ায় বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ১,১৬০ জন রোগীর। এই সংখ্যা যুক্ত হওয়ার পর রাশিয়ায় এখনও পর্যন্ত করোনার বলি হয়েছেন ২৩৭,৩৮০ জন। মৃত্যুর পাশাপাশি নতুন আক্রান্তের সংখ্যাও অনেকটাই বেড়েছে রাশিয়ায়। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪০,২৫১ জন। ফলে রাশিয়ায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৮,৪৭২,৭৯৭ জন। ইতিমধ্যেই রাশিয়ায় করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৭,৩৩১,৪২৪ জন।

কংগ্রেসের ইস্তেফার শুধু গ্যারান্টি নয়, প্রতিশ্রুতিও : রাহুল গান্ধী

পানাজি, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তেহার শুধুমাত্র গ্যারান্টি নয়, প্রতিশ্রুতিও। বললেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। শনিবার গোয়ার ভেলসাও-তে মৎস্যজীবীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন রাহুল গান্ধী। সেখানে রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'গোয়াকে দূষিত স্থান হতে দেব না আমরা। আমরা গোয়াকে কোল হাব হতে দেব না। আমরা প্রত্যেকের জন্য পরিবেশ রক্ষা করছি।' রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, 'আমরা ছত্তিশগড়ে নির্বাচনে লড়েছি এবং কৃষকদের ঋণ মকুব করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, আমরা তা করেও দেখিয়েছি। আপনারা পঞ্জাব ও কর্ণাটকে গিয়ে তা নিশ্চিত করতে পারেন। আমাদের ইস্তেহারে যা আছে তা একটি গ্যারান্টি, শুধু প্রতিশ্রুতি নয়।' এদিন বাম্বোলিন থেকে পানাজির আজাদ ময়দানে গোয়ার মোটরসাইকেল ট্যাক্সি (পাইলট)-এ যান রাহুল গান্ধী।

অস্বস্তিতে মুম্বইয়ের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার, পরমবীরের বিরুদ্ধে জামিন-অযোগ্য পরোয়ানা

মুম্বই, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): আরও অস্বস্তি বাড়ল মুম্বইয়ের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার পরমবীর সিংয়ের। পরমবীরের বিরুদ্ধে শনিবার জামিন-অযোগ্য পরোয়ানা জারি করল মুম্বইয়ের এসপ্ল্যানেড আদালত। শুধুমাত্র পরমবীর সিং নন, আরও দু"জনের বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে জামিন-অযোগ্য পরোয়ানা। তোলাবাজি মামলায় পরমবীর ও আরও দু"জনের বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে জামিন-অযোগ্য পরোয়ানা।

পরমবীর সিংয়ের বিরুদ্ধে জামিন-অযোগ্য পরোয়ানা চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল মুম্বই পুলিশ। শনিবার সেই অবদান মঞ্জুর করেছে এসপ্ল্যানেড আদালত। পরমবীর ও আরও দু"জনের বিরুদ্ধে শনিবার জামিন-অযোগ্য পরোয়ানা জারি করেছে মুম্বইয়ের এসপ্ল্যানেড আদালত।

নির্বিঘ্নে সম্পন্ন উত্তরপূর্বের চার রাজ্য বিধানসভার দশ আসনে উপ-নির্বাচনের ভোটপর্ব

গুয়াহাটি, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : আজ শনিবার ৩০ অক্টোবর অসম সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের চার রাজ্য বিধানসভার উপ-নির্বাচনের ভোটপর্ব সম্পন্ন হয়েছে। চার রাজ্যের মধ্যে অসমের পাঁচ, মেঘালয়ের তিন, মিজোরামের এক এবং নাগাল্যান্ডের একটি সহ মোট দশটি আসনে নাগরিকরা সম্পূর্ণ কোভিড বিধি মেনে কোনও ধরনের অশান্তি ছাড়াই ভোট দান করেছেন। মেঘালয়ের তিন আসন যথাক্রমে ১৩ নম্বর মাওরিংকনেং (উপজাতি তফশিলি), ২৪ নম্বর মাওফ্লাং (উপজাতি তফশিলি) ও ৪৭ নম্বর রাজাবালা, মিজোরামের একটি ৪ নম্বর তুইরিয়াল (উপজাতি তফশিলি) এবং নাগাল্যান্ডের একটি ৫৮ নম্বর শামতোর-চেশোর (উপজাতি তফশিলি) আসনে ভোটগ্রহণ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট রাজ্য নির্বাচন দফতর সূত্রের খবর, বিকেল তিনটা পর্যন্ত অসমের ২৮ নম্বর গোসাইগাঁওয়ে ৭১.১১ শতাংশ, ভবানীপুরে ৬৮ শতাংশ, তামুলপুরে ৫৯ শতাংশ, মরিয়নিতে ৫৪.৭৯ শতাংশ এবং থাওড়ায় ৭০.৪০ শতাংশ সহ পাঁচ আসনে সার্বিকভাবে ভোট পড়েছে ৬৪.৫৮ শতাংশ।

মেঘালয়ের তিন আসনে বিকেল তিনটে পর্যন্ত সার্বিকভাবে ৬৪.০৩ শতাংশ ভোট পড়েছে। এর মধ্যে মাওরিংকনেং (উপজাতি তফশিলি)-এ ৬২.১৪, মাওফ্লাং (উপজাতি তফশিলি)-এ ৬৪.৫১ এবং রাজাবালায় ৬৫.৬৮ শতাংশ ভোট পড়েছে। এভাবে মিজোরামের একটি ৪ নম্বর তুইরিয়াল (উপজাতি তফশিলি) আসনে ভোট পড়েছে ৬৬.৫৯ শতাংশ। এই খবর লেখা পর্যন্ত নাগাল্যান্ড থেকে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি।

গুয়াহাটিতে উদ্ধার মহিলার টুকরো টুকরো লাশ, চাঞ্চল্য, তদন্তে পুলিশ

গুয়াহাটি, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : গুয়াহাটি মহানগরে ফের এক লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। এ ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে মহানগরে। আজ সকালে খানাপাড়া উড়াল সেতু সংলগ্ন নালায় উদ্ধার হয়েছে এক মহিলার টুকরো টুকরো লাশ। লাশটি একটি পলিথিন শিট দিয়ে মোড়ে নালায় ফেলে গিয়েছে কোনও অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতী। বশিষ্ঠ থানার তদন্তকারী পুলিশ অফিসার জানান, খানাপাড়া উড়াল সেতুর পাশে নালায় পলিথিনে মোড়া যে মৃতদেহটি আজ সকালে উদ্ধার হয়েছে তা পুরুষ না মহিলার এখনও শনাক্ত করা যায়নি। কেননা লাশটির অর্ধেক অংশ উদ্ধার হয়েছে। উপরের কিছু অংশ এবং দুটি পা তাঁরা উদ্ধার করেছেন। ময়না তদন্তের জন্য গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে লাশের টুকরোগুলি পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট হাতে আসার পরই তাঁরা নিশ্চিত হবেন লাশটি পুরুষ না মহিলার। তবে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের ধারণা, লাশটি কোনও মহিলার হতে পারে। পুলিশ অফিসারের ধারণা, কোনও দুষ্কৃতী দু-তিনদিন আগে তাকে খুন করে এই নালায় ফেলে গেছে। মৃতদেহে পচনও ধরে গেছে।হিন্দুস্থান সমাচার / সমীপ / অরবিন্দ

জি-২০ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী, এরপর মোদী যাবেন জলবায়ু বৈঠকে

রোম, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): ইতালির রাজধানী রোমের রোমা সম্মেলন কেন্দ্রে জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রোমা সম্মেলন কেন্দ্রে মোদীকে স্বাগত জানান ইতালির প্রধানমন্ত্রী মারিও দ্রাঘির। সেখানে বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে ছবি তুলেছেন প্রধানমন্ত্রী। ''ফ্যামিলি ফটো''-তে ছিলেন ফ্রন্টলাইন কর্মীরাও। কোভিড অতিমারির ধাক্কা সামলে বিশ্ব স্বাস্থ্য ও বিশ্ব অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানো নিয়ে আলোচনা এই বৈঠকে গুরুত্ব পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। স্থিতিশীল উন্নয়ন এবং জলবায়ুর পরিবর্তন নিয়েও কথা হবে। এ ছাড়া, বিভিন্ন দেশের নেতাদের সঙ্গে পার্শ বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়েও কথা বলবেন তিনি। রোম থেকেই মোদী যাবেন গ্লাসগো। স্কটল্যান্ডের ওই শহরে ১ ও ২ নভেম্বরে জলবায়ু সংক্রান্ত 'কনফারেন্স অব পার্টিজ' (সিওপি২৬) সম্মেলনে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। কার্বনমুক্ত জ্বালানির বদলে পরিবেশবান্ধব জ্বালানি ব্যবহারের কথা আগেও বলেছে ভারত। সরকারি সূত্রের মতে, গ্লাসগোর জলবায়ু সম্মেলনে ফের এই বিষয়টিতে জোর দিতে পারেন মোদী।

আরিয়ানকে দেখতে জনতার ভিড়, আর্থার রোড জেল চত্বর থেকে চুরি গেল ১০টি ফোন

মুম্বই, ৩০ অক্টোবর (হি. স.) : পুলিশের নাকের ডগায় চুরি! আরিয়ানকে এক ঝলক দেখার আশায় শুক্র আর শনিবার আর্থার রোডের জেলে ভিড় জমিয়েছিলেন অগুণতি মানুষ। শাহরুখ-ভক্তদের সঙ্গে সে ভিড়ে হাজির হয়েছিলেন পকেটমাররাও। সকলেই আরিয়ানকে এক ঝলক দেখার আশায় উপস্থিত হয়েছিলেন সেখানে। আর তার ফাঁকেই হয়ে গেল ফোন চুরি। কে কোন ফাঁকে কার পকেট থেকে মোবাইল তুলে নিল, কেউই টের পেলেন না তা। শুক্রবার আর্থার রোড জেল সংলগ্ন অঞ্চল থেকে চুরি গিয়েছে ১০টি ফোন। আসলে সকলে ভেবেছিল গতকালই আর্থার রোড জেল থেকে ছাড়া পাবেন আরিয়ান। আর তাই ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। যা সামলাতে মোতায়েন করতে হয়েছিল অতিরিক্ত পুলিশও। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি! যদিও আইনি জটিলতা, জামিনের কাগজপত্র সঠিক সময়ে জেলে না পৌঁছনোয় শুক্রবার ছাড়া পাননি আরিয়ান। শনিবার সকাল ১১ টার পর ছাড়া হয় তাঁকে। আরিয়ানকে স্বাগত জানাতে মন্নতের বাইরেও ভিড় ছিল চোখে পড়ার মত। ছেলের আগমনে এমনিতেই সেখানে উৎসবের আমেজ। ইতিমধ্যেই বাংলো সাজিয়ে ফেলা হয়েছিল আলো দিয়ে। আর শনিবার সেখানে উৎসবে মাতেন শাহরুখ-ভক্তরা। বাজি, প্ল্যাকার্ড নিয়ে চলে উল্লাস! ২ অক্টোবর মুম্বই থেকে গোয়া-গামী এক প্রমোদতরী থেকে মাদক নেওয়ার অভিযোগে আটক করা হয় আরিয়ানকে। আর তারপর ৩ অক্টোবর গ্রেফতার হন তিনি। প্রায় ২৮ দিন কেটেছে বন্দিদশায়। - হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

করোনার সময় বিভিন্ন দেশকে সাহায্য, মোদী সরকারের প্রশংসা করলেন পোপ

রোম, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): ইতালি সফরের দ্বিতীয় দিনেও ঠাসা কর্মসূচির মধ্যে ভ্যাটিকান সিটিতে পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পোপ ফ্রান্সিসকে ভারতে আসার জন্যও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মোদী। অন্যদিকে, "করোনার সময় বিভিন্ন দেশকে সাহায্য করার জন্য মোদী সরকারের প্রশংসা করেন পোপ। শনিবার দুপুরে ভ্যাটিকান সিটিতে গিয়ে পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে দেখা করেছেন মোদী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ভারতীয় জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল এবং কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী ডাঃ এস জয়শঙ্কর। সূত্রের খবর, ২০ মিনিট নির্ধারিত হয়েছিল মোদী ও পোপ ফ্রান্সিসের মধ্যে সাক্ষাতের সময়। কিন্তু সেই বৈঠক চলে প্রায় এক ঘন্টা। জলবায়ু পরিবর্তন, দারিদ্রতা দূরীকরণ-সহ নানা বিষয়ে পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে কথা বলেছেন মোদী। বিশ্বজুড়ে করোনাভাইরাস এবং সেই করোনাভাইরাসের প্রভাব নিয়েও আলোচনা হয়েছে পোপ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। মহামারীর প্রয়োজনীয়তার সময় ভারত যেভাবে বিভিন্ন দেশকে সহযোগিতা করেছেন, তার প্রশংসা করেছেন পোপ। এদিকে, বৈঠকের মাঝে পোপ ফ্রান্সিসকে ভারতে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে বৈঠকের এদিন ভাটিক্যান সিটি থেকে বেরিয়ে যান মোদী।

চুড়াইবাড়ি পুলিশের জালে চার বাংলাদেশি যুবক

বাজারিছড়া (অসম), ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : চোরাপথে অবৈধভাবে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করে চার বাংলাদেশি যুবক ধরা পড়েছে করিমগঞ্জ জেলার (অসম) বাজারিছড়া থানাধীন চুড়াইবাড়ি ওয়াচ পোস্ট পুলিশের হাতে। ধৃতদের তিনজন যতাক্রমে রাজশাহি গেদাবাড়ির জনৈক রফিক শেখের ছেলে রাজেশ শেখ (২৯), আব্দুল ওয়াবের ছেলে শানা উল্লাহ আঁখি(২৮) ও ইসমাইল হোসেনের ছেলে কাওসার হোসেন (২০) এবং রাজশাহি আমতলির ইব্রাহিম শেখের ছেলে আসাদুল শেখ ওরফে সাইদুল (২৯)। বাংলাদেশি চার যুবক চেন্নাই যাওয়ার জন্য ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল বলে জানা গেছে।

এ ব্যাপারে চুড়াইবাড়ি পুলিশ ওয়াচ পোস্টের ইনচার্জ মিন্টু শীল জানান, গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা য় আগরতলা থেকে গুয়াহাটিগামী এএস ০১ এলসি ৮৯১৯ নম্বরের শেরাওয়ালি নামের একটি নৈশ বাস অসমে প্রবেশ করলে তাতে তালাশি চালিয়েছিলেন তাঁরা। আন্তঃরাজ্য সীমান্ত চুড়াইবাড়ি চেক গেটে রুটিন তালাশি চালাতে গিয়ে ধরা পড়ে চার বাংলাদেশি যুবক। পুলিশের জেরায় নাকি ধৃতরা বলেছে, তারা ত্রিপুরার বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করেছিল। কাজের জন্য চেন্নাই যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল তাদের।

পুলিশ অফিসার মিণ্টু শীল জানান, তাদের কাছে ভারতে প্রবেশের কোনও বৈধ কাগজপত্র পাওয়া যায়নি। এদের কাছ থেকে কিছু ভারতীয় মৌদ্রা সহ চারটি মোবাইল হ্যান্ডসেট এবং কাপড়—চোপড় উদ্ধার করা হয়েছে।

আঞ্চলিক গর্বের প্রতিমূর্তি হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় : বিজয় সরদেশাই

পানাজি, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূয়সী প্রশংসা করলেন গোয়া ফরওয়ার্ড পার্টির সভাপতি বিজয় সরদেশাই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আঞ্চলিক গর্বের প্রতীক ও প্রতিমূর্তি বললেন তিনি। শনিবার মত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করছেন বিজয় সরদেশাই। মমতার সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সরদেশাই বলেছেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন আঞ্চলিক গর্বের প্রতীক ও প্রতিমূর্তি, আমরাও আঞ্চলিক দল। বিজেপির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার যে আহ্বান তিনি জানিয়েছেন, তা আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। আমি আজ তাঁর সাথে দেখা করেছি এবং আমরা আমাদের দলে এই নিয়ে আলোচনা করব।' মমতার সঙ্গে সাক্ষাতে কী কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, সে বিষয়ে বিজয় সরদেশাই জানিয়েছেন, 'বিজেপির বিরুদ্ধে একসঙ্গে লড়ার বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি। এ ব্যাপারে তাঁরাই সিদ্ধান্ত নেবেন। আমরা ভোটের বিভাজন এড়াতে চাই। তাই আঞ্চলিক দলগুলিকে চাই, যাঁরা বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একসঙ্গে এগিয়ে যেতে পারে।' প্রসঙ্গত, মমতার সঙ্গে সাক্ষাতের প্রাক্কালে এদিন টুইট করে সরদেশাই জানান, 'এই দুর্নীতিবাজ ও সাম্প্রদায়িক শাসনের অবসান ঘটাতে বিরোধীদের ঐক্য জরুরী।'

নিরন্তর দাম চড়ছে পেট্রোল ও ডিজেলের, মূল্যবৃদ্ধিতে নতুন রেকর্ড

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): দাম কমার কোনও লক্ষণ নেই, মূল্যবৃদ্ধিতে নতুন নতুন রেকর্ড গড়েই চলেছে পেট্রোল ও ডিজেল। শনিবারও মহার্ঘ্য হল জ্বালানি তেলের দাম। দিল্লিতে লিটারপ্রতি পেট্রোলের দাম ১০৯-টাকা ছুঁইছুঁই, কলকাতায় ১১০-টাকার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে পেট্রোলের দাম। জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি চিন্তা বাড়াচ্ছে সাধারণ মানুষের। দিল্লি ও কলকাতার পাশাপাশি শনিবার জ্বালানি তেল মহার্ঘ্য হয়েছে মুম্বই ও চেন্নাইয়েও শনিবার দিল্লিতে ০.৩৫ পয়সা বেড়েছে পেট্রোলের দাম, ফলে রাজধানীতে এদিন পেট্রোলের দাম ১০৮.৯৯ টাকায় পৌঁছেছে এবং ডিজেলও ০.৩৫ পয়সা বেড়ে ৯৭.৭২ টাকা ছুঁয়েছে। মুম্বইয়ে লিটার প্রতি পেট্রোলের বর্ধিত দাম ১১৪.৮১ টাকা ও ডিজেল ১০৫.৮৬ টাকা। কলকাতায় শনিবার লিটারপ্রতি পেট্রোল বিক্রি হয়েছে ১০৯.৪৬ টাকায় এবং ডিজেলের বর্ধিত দাম ১০০.৮৪ টাকা। চেন্নাইয়ে দাম বাড়ার পর পেট্রোলের দাম ১০৫.৭৪ টাকা ও ডিজেল ১০১.৯২ টাকা।

পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ মোদীর, ভারত সফরের জন্যও আমন্ত্রণ মোদীর

রোম, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): ভ্যাটিকান সিটিতে পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পোপ ফ্রান্সিসকে ভারতে আসার জন্যও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মোদী। শনিবার দুপুরে ভ্যাটিকান সিটিতে গিয়ে পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে দেখা করেছেন মোদী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ভারতীয় জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল এবং কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী ডাঃ এস জয়শঙ্কর।

সূত্রের খবর, ২০ মিনিট নির্ধারিত হয়েছিল মোদী ও পোপ ফ্রান্সিসের মধ্যে সাক্ষাতের সময়। কিন্তু সেই বৈঠক চলে প্রায় এক ঘন্টা। জলবায়ু পরিবর্তন, দারিদ্রতা দূরীকরণ-সহ নানা বিষয়ে পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে কথা বলেছেন মোদী। বৈঠকের মাঝে পোপ ফ্রান্সিসকে ভারতে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে বৈঠকের এদিন ভাটিক্যান সিটি থেকে বেরিয়ে যান মোদী।

ডিমা হাসাওয়ের উমরাংসোতে ফ্যালকন মহোৎসব আগামী ১৯-২০ নভেম্বর

হাফলং (অসম), ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : জাটিঙ্গা মহোৎসব পর আগামী ১৯ এবং ২০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে ফ্যালকন মহোৎসব। ডিমা হাসাও জেলার শিল্পনগরী হিসেবে পরিচিত উমরাংসোতে ফ্যালকন মহোৎসবের প্রস্তুতি তুঙ্গে। অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকেই শুরু হয়ে গেছে চিন সাইবেরিয়া থেকে পরিযায়ী অতিথি আমুর ফ্যালকন পাখির আগমন। পরিযায়ী এই সব অতিথির কলরবের মধ্যেই উমরাংসোর তুংবুং গ্রামের গলফ কোর্সে অনুষ্ঠিত হবে দুদিনের ফ্যালকন মহোৎসব। উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত হবে সপ্তম ফ্যালকন মহোৎসব। আয়োজক কমিটির সভাপতি তথা ব্লু হিলস সোসাইটির উপদেষ্টা জসরিংডাও ফংলো বলেন, আমুর ফ্যালকন পাখির সুরক্ষা নিয়ে মানুষের মধ্যে সজাগতা সৃষ্টি করতে এবং ডিমা হাসাও জেলার পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ২০১৩ সালে প্রথম শুরু হয় ফ্যালকন মহোৎসব। তিনি বলেন, সম্পূর্ণ কোভিড বিধি মেনে এবং সরকারি নিয়ম নীতি মেনে অনুষ্ঠিত হবে সপ্তম ফ্যালকন উৎসব। এবারের ফ্যালকন মহোৎসবে প্রবেশ মূল্য হচ্ছে ৩০০ টাকা। যারা এই উৎসবে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাঁদের অব্যশই প্রবেশপত্র নিয়ে প্রবেশ করতে হবে ফ্যালকন মহোৎসব স্থলে। ফ্যালকন মহোৎসবে আনন্দ উপভোগ করতে আগত প্রত্যেকেই অনলাইনে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন। তাছাড়া থাকবে সিজন টিকিটের ব্যবস্থাও। দুদিনের জন্য সিজন টিকিটের মূল্য ৫০০ টাকা বলে জানান জসরিংডাও ফংলো।

এবার ফ্যালকন মহোৎসবকে আকর্ষণীয় করে তুলতে থাকবে হেলিকপ্টার, ট্যুরিং বোট, রাইড সাইক্লিং ক্যাম্পিং, এডিভি রাইড ক্যাম্পিং অ্যান্ড বন্ড ফায়ার বর্ডিং বাইকার্স মিট ব্যাটল অ্যান্ড ব্যান্ডস অ্যাথেনিক ফুড এবং মিস গ্র্যান্ড ফ্যালকন।

উল্লেখ্য, অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে উমরাংসোতে ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে পরিযায়ী আমুর ফ্যালকন পাখি। আর এই দৃশ্য উপভোগ করতে প্রতিবারের মতো এবারও প্রচুর পর্যটক ভিড় জমাতে শুরু করেছেন উমরাংশুতে। এদিকে ফ্যালকন মহোৎসবের শেষ দিন সঙ্গীত পরিবেশন করবেন জুবিন নাটিয়াল ও শঙ্কুরাজ কেঁওর।

বাংলাদেশের নারী সাংবাদিকের বিরুদ্ধে অপপ্রচারকারীর দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দাবি

মনির হোসেন,ঢাকা,৩০ অক্টোবর।। বাংলাদেশের একজন নারী সাংবাদিকের নামে কুরুচিপূর্ণ ও মানহানিকর তথ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপপ্রচারকারী সাংবাদিক জাকির হোসেন ইমনকে অবিলম্বে জাতীয় প্রেসক্লাবসহ সকল সাংবাদিক সংগঠন থেকে বাহিস্কার ও দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দাবি দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক সমিতি (বানাসাস)। শনিবার সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত মানববন্ধন থেকে এই দাবি জানানো হয়। এ সময় বানাসাস-এর কোষাধ্যক্ষ ইশরাত ফারহিমের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে উপস্থিত থেকে সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে)-এর সাবেক নির্বাহী পরিষদ সদস্য মফিদা আকবর, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সহসভাপতি খন্দকার মোজাম্মেল হক, ঢাকা সাংবাদিক পরিবার বহুমুখী সমবায় সমিতির কোষাধ্যক্ষ রাজেন্দ্র চন্দ্র দেব মন্টু, পরিচালক জয়নাল আবেদীন, ঢাকা সাব-এডিটরস

কাউন্সিলের যুগ্ম সম্পাদক জাওহার ইকবাল, ঢাকা সাব-এডিটরস কাউন্সিলের নির্বাহী সদস্য ফারজানা জবা, নির্বাহী সদস্য জাফরুল আলম, নির্বাহী সদস্য মনির হোসেন, দৈনিক বাংলাদেশ বুলেটিনের নির্বাহী সম্পাদক কে এম শাহীন আলম চৌধুরী, বানাসাস-এর দপ্তর সম্পাদক ফাতেমা আক্তার মুন্নি, নির্বাহী সদস্য শাহীন আরা ইয়াসমিন, সদস্য রারজানা সুলতানা, সালমা আক্তার, সানিয়া সুলতানা, সিনিয়র সাব-এডিটর হান্নান সরকার, সাংবাদিক মো. ইব্রাহীম হোসেন, আনোয়ার হোসেন অপু ও ইসমাইল হোসেন টিটু প্রমুখ।

বক্তারা সাংবাদিক জাকির হোসেন ইমনের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করে বলেন, আমরা চাই এই ধরনের ঘৃণিত কাজ আর যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়। ইমন প্রায় দীর্ঘদিন যাবত নারী সাংবাদিকের বিরুদ্ধে এই ধরনের নিন্দনীয় কাজ করে আসছে। জাকির হোসেন ইমনকে যারা এই অপপ্রচার করতে সহায়তা করেছে বা ইন্ধন দিয়েছে তাদের খুঁজে বের করে আইনের আওতায় আনার জন্য পুলিশ প্রশাসনের নিকট উদাত্ত আহ্বান জানান। বক্তারা আরো বলেন, একজন নারী যখন উপরের দিকে উঠতে চায় তখনই তাকে নিচের দিকে টেনে ধরা হয়। এই অসুস্থ মনমানসিকতা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। ভবিষ্যতে আরা কোনো নারীকে এইভাবে কোনো কুলাঙ্গারের দ্বারা অসম্মানিত হতে না হয় এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

অতিসক্রিয় মূত্রথলি নিয়ন্ত্রণের খাবার

কিছু খাবার এই সমস্যা সামাল দিতে উপকারী, আবার কিছু খাবার বাঁধাতে পারে বিপদ।মূত্রথলি অতিসক্রিয় হলে ঘন ঘন মুত্রত্যাগের বেগ আসে এবং তা দমিয়ে রাখাও কষ্টকর হয়ে যায়। যা অনেকসময় বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলে দিতে পারে। মূত্রথলির পেশি হঠাৎ করেই সংকুচিত হয়ে গেলে অতিসক্রিয় মূত্রথলির সমস্যাটা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে মূত্রথলিতে মুত্রের পরিমাণ কম হলেও বেগ দেখা দেয় প্রচণ্ড। বিব্রতকর অবস্থায় ফেলা ছাড়াও রাতে ঘুমের ব্যঘাত ঘটতে পারে।কিছু খাবার এই সমস্যা সামাল দিতে উপকারী, আবার কিছু খাবার বাধাতে পারে বিপত্তি।স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনের আলোকে জানানো হল এই সমস্যার ক্ষেত্রে ভালো ও মন্দ দুই ধরনের চারটি করে খাবার সম্পর্কে।

উপকারী খাবার

কলা: পটাশিয়াম আর ভোজ্য আঁশে ভরপুর একটি ফল। যা মূত্রনালীর জন্য অত্যন্ত উপকারী। প্রতিদিন কলা খেলে তা 'বাওয়েল মুভমেন্ট'য়ের জন্য সহায়ক। সরাসরি খেতে পারবেন, আবার বিভিন্ন খাবারের সঙ্গে মিলিয়ে খেলেও উপকার পাওয়া যায়।বাদাম: অতিসক্রিয় মূত্রথলি সামলাতে কাজুবাদাম, কাঠবাদাম আর চিনাবাদাম খাদ্যাভ্যাসের অংশ হওয়া জরুরি। এগুলোতে প্রচুর প্রোটিন থাকে, 'স্ন্যাকস' হিসেবেও আদর্শ এগুলো। পাশাপাশি ভোজ্য আঁশ ও অন্যান্য পুষ্টিগুণও প্রচুর থাকে এই বাদামগুলোতে।শসা: এতে আছে 'অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট', ভোজ্য আঁশ এবং ভিটামিন কে, যা অতিসক্রিয় মূত্রথলি সামলাতে আদর্শ। যত খুশি তত শসা খেতে পারেন নিশ্চিন্তে।ডাল: প্রচুর পরিমাণে ভোজ্য আঁশ থাকে ডালে, যা সবার খাদ্যাভ্যাসে প্রতিদিন থাকা উচিত। এছাড়াও এতে আছে 'পলিফেনল' যা সার্বিক সুস্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

অপকারী খাবার

ঝাল ও মসলাদার খাবার: মূত্রথলির সমস্যাকে বাড়িয়ে দিতে পারে এই ধরনের খাবারগুলো। মূত্রথলির 'লাইনিং'য়ের ক্ষতি করে ঝাল ও মসলাদার খাবার। তাই এমন সমস্যা থাকলে ঝাল ও মসলাদার খাবার এড়িয়ে চলাই ভালো।

কফি: 'ডাইউরেটিক' বা মূত্রবর্ধক এই পানীয় মূত্রথলিতে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে। তাই শুধু কফি নয়, মূত্রথলির সমস্যা থাকলে সব ধরনের 'ক্যাফেইন'যুক্ত পানীয় পরিহার করা উচিত। 'ক্যাফেইন' বেশি গ্রহণ করলে মূত্র তৈরির মাত্রা বেড়ে যায়, যা পক্ষান্তরে মূত্রথলিকে আরও বেশি সংবেদনশীল করে।লেবুজাতীয় ফল: মূত্রথলির সমস্যা থাকলে কমলা, টমেটো, লেবু, বাতাবি লেবু ইত্যাদি খাদ্যাভ্যাসে বেশি থাকা উচিত নয়। এই ফলগুলো অম্লীয় এবং তা মূত্রনালীতে অস্বস্তি তৈরি করে। তাই এগুলো যথাসম্ভব কম খাওয়াই ভালো হবে।

কৃত্রিম চিনি: অতিসক্রিয় মূত্রথলির সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে কৃত্রিম চিনি। সব ধরনের কৃত্রিম চিনিই এড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। যে কোনো খাবার কেনার আগে উপকরণের তালিকা পড়ে নিতে হবে। এমনকি মধুতেও কারও কারও সমস্যা হতে পারে। এক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

ঘরে থাকলেও চুল ও ত্বকের ওপর প্রভাব পড়তে পারে

লকডাউনে ঘরে থাকা মানেই যে ত্বক ও চুলে বাড়তি কোনো পরিচর্যার প্রয়োজন নেই তা কিন্তু নয়।ঘরে থাকলেও ত্বক ও চুল সুস্থ রাখতে সঠিক যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভারতের আহমেদাবাদের ত্বক বিশেষক ডা. মিতা দেশাই বলেন, "ত্বকে সূর্যালোক কম লাগা মানে হল ভিটামিন ডি'র ঘাটতি। ভিটামিন ডি'র অভাবে ত্বকে ব্রণ, একনি, নখ ফাটা, চুল পড়া, অপরিষ্কার ত্বক, জ্বলুনি, ঘুম ও মানসিক শান্তির অভাব ইত্যাদি দেখা দেয়। ভিটামিন ডি'র অভাবে ত্বকের সমস্যা যেমন সিরোসিস আরও মারাত্মক রূপ নিতে পারে।"শরীর সুস্থ রাখতে সূর্যের আলো থেকে সরাসরি পাওয়া ভিটামিন ডি কার্যকর।ডা. দেশাই বলেন, "ঘরে থেকে পাওয়া সূর্যের আলো পর্যাপ্ত নয় কারণ গরম থেকে বাচঁতে ঘরে শীতাতপের ব্যবস্থা করা হয়, তাই ভিটামিন ডি পেতে ১০ থেকে ১৫ মিনিটের জন্য জানালা বা বারান্দার পাশে দাঁড়ানোর অভ্যাস গড়ে তুলতে পারেন।" ভিটামিন ডি'য়ের চাহিদা মিটাতে খাবারে মাশরুম, চর্বি যুক্ত মাছ- যেমন টুনা, ডিমের কুসুম, পনির, ফলের রস, দুধের তৈরি খাবার, সয়া দুধ ইত্যাদি যোগ করা যেতে পারে।

লকডাউনে থাকা অবস্থাতেও ঘরে বসে ত্বকের যত্ন নেওয়া উচিত। কারণ অনেক সময় বাইরের চেয়েও ঘরের বাতাস বেশি দূষিত থাকে বলে মনে করেন ডা. দেশাই। তাই এই সময়ে রূপচর্চা করার পরামর্শ দেন তিনি।তার মতে, "যারা এইসময় কোনো রকম মেইকআপ ব্যবহার করছেন না তারাই সবচেয়ে ভালো কাজ করছেন। তাই বলে ত্বকের যত্ন নেওয়া ছেড়ে দেওয়া যাবেনা।""নিয়মিত ত্বক পরিষ্কার করা ও আর্দ রাখার কথা মনে রাখতে হবে। ত্বকের সমস্যা দূর করতে রেটিনল, হাইড্রোক্সি অ্যাসিড এবং নাইট ক্রিম ব্যবহার করুন। প্রয়োজনে খাওয়ার ভিটামিন ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট গ্রহণ করুন এতে ত্বক ও চুল ভালো থাকবে।"ফ্যাশন ও বিউটি ব্লগার ধ্বনি বাজাজ গরমে লকডাউন থাকা অবস্থায় ত্বকের যত্ন নেওয়ার কিছু উপায় সম্পর্কে জানান।

- মধু ত্বক টানটান করে ও আর্দ রাখে।
- চিনি ত্বক এক্সফলিয়েট করে।
- লেবু ত্বকের বিষাক্ত উপাদান দূর করে

লক ডাউনে চুলের যত্ন

ঘরে থাকলেও ঘাম ও মৃত কোষ সৃষ্টি হয়। তাই চুল পরিষ্কার রাখতে সপ্তাহে দুএকবার শ্যাম্পু করা উচিত। প্রতিদিন বা ঘন ঘন শ্যাম্পু করতে চাইলে মৃদু শ্যাম্পু ব্যবহার করুন, এতে মাথার ত্বক শুষ্ক হবে না।চুল ও মাথার ত্বক আর্দ রাখার চেষ্টা করতে হবে। চুল কন্ডিশন করা বাদ দেওয়া যাবেনা। চুলের যত্নে প্যাক ও তেল মালিশ উপকারী। প্রাকৃতিক উপাদান যেমন- জলপাইয়ের তেল, অ্যালো ভেরা ইত্যাদি ব্যবহার করে চুলের যত্ন নিন। কোন রকম প্রসাধনী ও যন্ত্রপাতি ছাড়া প্রাকৃতিকভাবেই চুল শুকানোর চেষ্টা করতে হবে। এতে আগা ফাটা ও ক্ষতি হওয়ার সমস্যা কমে যায়। চুল খোলা না রেখে বরং হালকা করে বেঁধে ঘুমান। লকডাউনের সময় সুস্থ থাকতে ডাক্তার দেশাইয়ের দেওয়া আরও কয়েকটি পরামর্শ হল: - যোগ ব্যায়াম, ধ্যান না গান শুনে মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

- ভাজা পোড়া খাদ্যাভ্যাস বাদ দিয়ে স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।
- অ্যাল্কোহল থেকে বিরত থাকতে হবে।
- সারাদিন পর্যাপ্ত পানি পান করুন এবং আর্দ থাকুন।
- কর্মব্যস্ত থাকুন। প্রয়োজনে নানা ধরনের ভিডিও থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়া যেতে পারে।
- পর্যাপ্ত ও নিরবিচ্ছিন্ন ঘুম নিশ্চিত করুন।
- যতটা সম্ভব মুখ কম স্পর্শ করুন। এতে কেবল করোনাভাইরাস থেকে নয় বরং ব্রণ থেকেও রক্ষা পাওয়া যাবে।

প্রাকৃতিকভাবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর উপায়

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে প্রয়োজন স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর খাবার।বিপাকক্রিয়া বৃদ্ধি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভাইরাস মোকাবিলা করতে সাহায্য করে।পুষ্টিবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর উপায় সম্পর্কে জানানো হল।ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার: ভাইরাসের সঙ্গে মোকাবেলা করতে ভিটামিন ডি'র উপকারিতা প্রমাণিত। যা সংক্রমণ থেকে সুরক্ষা পেতে সহায়তা করে।ভিটামিন ডি পাওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় হল সূর্যালোক।

লকডাউনের কারণে যেহেতু এখন বাইরে যাওয়া সম্ভব না তাই খাবারের মাধ্যমে ভিটামিন ডি গ্রহণ করার ব্যবস্থা করতে হবে।মাছ, ডিম ও মাশরুম বিপাক বাড়ানোর পাশাপাশি রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।এগুলোর পাশাপাশি, পর্যাপ্ত ঘুম, ধূমপান ও নেশার অভ্যাস বাদ দেওয়া, মানসিক চাপ কমানো ও পর্যাপ্ত পানি পান করা জরুরি বলে পরামর্শ দেন, ভারতের ইন্টারন্যাশনাল ফার্টিলিটি সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা ও স্ত্রীরোগ-ধাত্রীবিদ্যা বিশেষজ্ঞ ডা. রিতা বকশি।প্রদাহনাশক খাবার: শরীরেরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে প্রদাহনাশক খাবার খাওয়া প্রয়োজন।

হলুদ, টমেটো, জলপাইয়ের তেল, আদা, মাছের তেল, আখরোট, বেরি ইত্যাদি ওমেগা-থ্রি সমৃদ্ধ খাবার রোগ প্রতরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।আঁশ সমৃদ্ধ খাবার: আঁশ সমৃদ্ধ খাবার শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পর্যাপ্ত পুষ্টি উপাদান সরবারহ করে।

এটা খনিজ ও ভিটামিন সমৃদ্ধ যা শরীরের পর্যাপ্ত সম্পূরক যোগায়।আঁশ-জাতীয় খাবার শরীরে দুর্বলতা ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস করে এমন সংক্রমণ ও ভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ করে।বর্তমান সময়ে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো সবচেয়ে বেশি জরুরি। নতুন ভাইরাস বা ফ্লু'র থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এমন খাবার যেমন- দই, পালংশাক, কাঠবাদাম, গ্রিন টি, সূর্যমুখীর বীজ, টক ফল ইত্যাদি খাবার প্রতিদিনকার খাবার তালিকায় যোগ করার পরামর্শ দেন ডা. বকশি।

বিশেষ ধরনের মাইগ্রেইন

'অকিউলার মাইগ্রেইন'য়ের লক্ষণ হতে পারে আলোর ঝলক এবং অন্ধকার ছোপ দেখা।যার 'মাইগ্রেইন' আছে সেই জানে এর যন্ত্রণা কতটা তীব্র। সাধারণত 'মাইগ্রেইন'য়ের সমস্যার কারণে হওয়া ব্যথা হয় মাথার একপাশে। দপদপানি এই ব্যথা দিনের সব কাজ নষ্ট করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।তবে সব 'মাইগ্রেইন'য়ের সঙ্গে মাথাব্যথা দেখা দেয় না। অনেকসময় ব্যথা না থাকলেও উপসর্গ দেখা দেয় দৃষ্টিশক্তিতে সমস্যা সৃষ্টির মাধ্যমে।'অকিউলার মাইগ্রেইন' বেশ দুর্লভ শারীরিক সমস্যা। এর কারণে রোগী চোখে আলোর ঝলকানি দেখে, সরলরেখাকে বাঁকা মনে হয়, চোখের সামনে রঙিন ছোপ দেখে। অনেকের কিছু সময়ের জন্য এক চোখ সাময়িক কিংবা পুরোপুরি দৃষ্টিশক্তি হারায়। পড়তে, লিখতে এবং অন্যান্য কাজে সমস্যা হয়। 'রেটিনাল মাইগ্রেইন' ভেবে অনেকেই ভুল বোঝেন এই 'অকিউলার মাইগ্রেইন'কে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের আলোকে স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল বিস্তারিত।' মাইগ্রেইন'য়ের সমস্যার আক্রান্ত মানুষ মাথাব্যথা শুরু হওয়ার ২০ থেকে ৩০ মিনিট আগেই পূর্বাভাস পেতে শুরু করেন। হাত কিংবা চেহারা অবশ বোধ করা, মাথা ঘোরানো, স্পর্শ, স্বাদ ও ঘ্রাণ বোধ বিশৃঙ্খল মনে হওয়া, চোখের সামনে অন্ধকার ছোপ দেখা, আঁকাবাঁকা া রেখা দেখা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয় এসময়।১০ থেকে ৬০ মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে এই সমস্যাগুলো এবং চোখের দৃষ্টি সীমানার প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে থাকে সমস্যাগুলো। একেই বলা হয় 'অপথালমিক মাইগ্রেইনস'।'অকিউলার মাইগ্রেইন' মস্তিষ্কের পেছন থেকে সৃষ্টি হয় শক্তি তরঙ্গ এবং তা ধীরে সামনের দিকে এগোতে থাকে। তীব্র এই শক্তি তরঙ্গ যখন সামনে আসতে থাকে তখন তার শক্তির মাত্রা অনেক বেশি থাকে, যে কারণে চোখের সামনে রঙিন ছোপ দেখা যায়। আবার একই কারণে কিছু সময় পর শক্তির অভাব দেখা দেয়, ফলে অন্ধকার ছোপ দেখা যায়।

কারণ

বংশগতভাবে এই রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।ইস্ট্রোজেন হরমোনের মাত্রার সঙ্গে 'মাইগ্রেইন'য়ের সম্পর্ক রয়েছে। এই হরমোন মস্তিষ্কে রাসায়নিক উপাদানের মাত্রা এবং ব্যথার তীব্রতা নিয়ন্ত্রণ করে। তাই হরমোনের তারতম্যের কারণেও এধরণের 'মাইগ্রেইন' দেখা দিতে পারে।'রেটিনা' বা অক্ষিপটের পেছনে থাকা রক্তনালীতে 'স্প্যাজম' বা খিঁচুনি হলেও এই সমস্যা দেখা দিতে পারে।

এ সময়ে চুলের যত্নে

করোনার সংক্রামণকালে নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তার জন্য সময় কাটছে নিজ ঘরেই। সাধারণ সময়ে সৌন্দযর্চর্চা কেন্দ্রে চুলের যত্ন নেওয়া হতো। নিয়মিত চুল কাটা কিংবা পরিচর্যার সেই সুযোগ এখন বন্ধ। কিছুটা দুশ্চিন্তায় বাড়ছে কি চুলপড়ায়ও? বাড়িতেই শুরু হয়ে যাক চুল সুন্দর রাখার চর্চা। সে ক্ষেত্রে ঘরোয়া উপাদানগুলোই যথেষ্ট। একবার ব্যবহারের পর ফেলে দেওয়া উপাদানগুলোও হতে পারে চুলের যত্নের জন্য উপকারী উপকরণ।

এই সময়ে চুলের যত্নের উপকরণ হওয়া চাই সহজলভ্য, যা সহজেই ঘরে পাওয়া যাবে। যেহেতু এখন গরম ও বৃষ্টি দুইই দেখা যাচ্ছে তাই উপকরণগুলো বেছে নিতে হবে চুলের ধরন বুঝে। তৈলাক্ত, শুষ্ক ও স্বাভাবিকতিন ধরনের চুলের জন্যই উপাদান ব্যবহারের আগে সঠিক পরিমাণ ও নিয়ম জেনে নেওয়া জরুরি। আবার এই সময়ে অনেক খাবারের খোসা বা অবশিষ্ট অংশ ফেলে না দিয়ে চুলের যত্নে খুব সহজেই ব্যবহার করা যায়। এমনটাই জানালেন হার্বস আয়ুর্বেদিক স্কিন কেয়ার ক্লিনিকের আয়ুর্বেদিক রূপবিশেষজ্ঞ আফরিন মৌসুমী।

তৈলাক্ত চুলের যত্ন ভিটামিন সি চুলের ও আমাদের শরীর দুইয়ের জন্যও বিশেষ দরকারি। লেবুর শরবত তৈরি করার পর তার খোসা ফেলে না দিয়ে সহজেই চুলের যত্নে ব্যবহার করা যায়। কয়েকটি লেবুর খোসা ও ৩ কোয়া রসুন ভালোমতো পেস্ট করে নিন। এবার এই পেস্টটি শুধু মাথার ত্বকে লাগিয়ে ১ ঘণ্টা অপেক্ষা করুন। রসুনের মধ্যে থাকা সালফার ও লেবুতে থাকা সাইট্রিক অ্যাসিড মাথার কোষের ভেতরে প্রবেশ করবে এই সময়ে। পরে চুল শ্যাম্পু করুন। এই প্যাকটি চুল পড়া রোধে খুব ভালো কাজ করে।

শুষ্ক চুলের যত্ন

একটি পেঁয়াজের রসের সঙ্গে অর্ধেক পাকা কলা ও এক টেবিল চামচ মধু ভালোমতো ব্লেন্ড করে নিন। এরপর প্যাকটি মাথার ত্বকে লাগিয়ে ৩০ মিনিট অপেক্ষা করুন। পরে শ্যাম্পু করে ফেলুন। শুষ্ক চুলে মসৃণতা আনে এই প্যাকটি।

স্বাভাবিক চুলের জন্য একটি পেঁয়াজের রস প্রথমে পরিষ্কার মাথার ত্বকে লাগিয়ে নিন। ৩০ মিনিট পর এটি শুকিয়ে গেলে ঘরে থাকা নারিকেল বা জলপাইয়ের তেল গরম করে মালিশ করে নিন। এরপর শ্যাম্পু করুন। চুল খুব দ্রুত লম্বা হবে।

শ্যাম্পুর বিকল্প ও রং করা চুলের জন্য মসুর ডাল বেশ ভালো কাজ করে। দুই টেবিল চামচ শর্ষেবাটা ও দুই টেবিল চামচ মসুর ডাল সারা রাত ভিজিয়ে রেখে পাতলা পেস্ট করে নিন। এবার পরিষ্কার মাথার চুলের গোড়ায় এই পেস্টটি ব্যবহার করুন। এ সময়ে বাসায় থেকে চুলে রং করার ফলে চুলের গোড়ায় থাকা গ্রন্থির মুখ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এ প্যাকটি মাথার ত্বকপরিষ্কার করেগ্রন্থির মুখ খুলে দেয়। চুল ফাটা দূর করতে চুল ফাটা দূর করতে আদারস মাথার ত্বকে ব্যবহারের পর শুকিয়ে গেলে হালকা গরম নারকেল বা জলপাইয়ের তেল মালিশ করে নিন। এরপর শ্যাম্পু করে ধুয়ে ফেলুন। তবে ফাটা অংশ কাটতে চাইলে সহজ নিয়ম হলো ভেজা চুলের মাঝবরাবর সিঁথি করে দুই পাশে সমান করে নিচ থেকে কেটে ফেলা। এ ছাড়া মাথা নিচু করে ভেজা চুল পেছন থেকে সামনে এনে সমান করে আঁচড়ে নিয়ে কেটে নিতে পারেন। এতে চুলে ভলিউম লেয়ার আসবে।

কন্ডিশনারের বিকল্প চা—পাতা

বাড়িতে চা খাওয়ার পর চায়ের পাতা ফেলে না দিয়ে কন্ডিশনারের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। এই চা—পাতা পানিতে ভিজিয়ে শ্যাম্পুর পর চুলে দিয়ে স্বাভাবিক পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। কিন্তু এর জন্য চা তৈরির সময়ে কোনো রকম চিনি ব্যবহার করা যাবে না। তাতে চুলে আঠালো ভাব চলে আসবে।

থাইরয়েড সুস্থ রাখার খাবার

থাইরয়েড নামক এই গলগ্রন্থি সুস্থ রাখতে চাই পুষ্টিকর খাবার।থাইরডের সমস্যা দেখা দেওয়ার অন্যতম কারণ খাদ্যাভ্যাসে অসচেতনতা। গলায় অবস্থিত থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে তৈরি হরমোন শারীরিক বৃদ্ধি ও কর্মতৎপরতাকে প্রভাবিত করে। আর এই গলগ্রন্থি সুস্থ রাখতে চাই প্রয়োজনীয় পুষ্টি।স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে থাইয়েড প্রতিরোধক কয়েকটি খাবার সম্পর্কে জানানো হল। সামুদ্রিকশৈবাল ও সামুদ্রিক খাবার: থাইরয়েডের সমস্যা হওয়ার অন্যতম কারণ হল আয়োডিনের অভাব। থাইরয়েডের কার্যকারিতা বাড়াতে আয়োডিনের প্রয়োজন। আয়োডিনের চাহিদা পূরণ করতে সামুদ্রিক খাবার, সামুদ্রিক সবজি ইত্যাদি খাওয়া উপকারী। তবে অতিরিক্ত আয়োডিন খাওয়া ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই আয়োডিন পরিমিত গ্রহণ করতে হবে। গ্লুটেইন মুক্ত শস্য: গ্লুটেইন হল এক ধরনের প্রোটিন যা খাদ্যশস্যে থাকে। আটা বা ময়দা পানিতে গোলানোর পর যে আঠালো ভাব হয় তার প্রধান কারণ গ্লুটেইন।ওটস ও ভাত ইত্যাদি গম বা গ্লুটেইন ধর্মী খাবারের চেয়ে থাইরয়েডের ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর।মাশরুম: প্রাকৃতিকভাবে ভিটামিন ডি'য়ের সবচেয়ে ভালো উৎস হল সূর্যালোক। আর খাবারের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ভিটামিন ডি রয়েছে মাশরুমে। এটা ভিটামিনের সবচেয়ে ভালো ভেষজ উৎস যা থাইরয়েডের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়তা করে। এছাড়া ডিমের কুসুম সামুদ্রিক খাবার যেমন- টুনা ও স্যামন মাছ এবং দুগ্ধ-জাতীয় খাবারও এই ভিটামিনের ভালো উৎস। **যেসব খাবার এড়ানো উচিত** কিছু খাবার থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যকারিতা নষ্ট করে। থাইরয়েডের সমস্যায় ভুগছেন এমন রোগীদের সয়া-জাতীয় খাবার যেমন- টফু, ব্রকলি, ফুলকপি, আঁশালো সবজি ইত্যাদি না খাওয়াই ভালো। তবে এইজাতীয় খাবার রান্না করে খেলে যৌগের প্রভাব খানিকটা কমে আসে। কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়া থাইরয়েডের কার্যকারিতায় প্রভাব রাখে। এছাড়াও, প্রক্রিয়াজাত খাবার, অ্যাল্কোহল ও অতিরিক্ত ক্যাফেইন-জাতীয় পানীয় গুরুতর ক্ষতি করতে পারে।

সক্রিয় রোগী ০.৪৭ শতাংশ, ভারতে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত ১৪,৩১৩

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): করোনাভাইরাসের সংক্রমণ কমছেই না ভারতে, ফের ১৪-হাজারের ঊর্ধ্বে দৈনিক সংক্রমণ। মৃত্যুর সংখ্যাও রোজই উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৪ হাজার ৩১৩ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৫৪৯ জনের। শুক্রবার সারাদিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৩,৫৪৩ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে মোট সুস্থতার হার ৯৮.১৯ শতাংশ। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ১,৬১,৫৫৫ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ২২১।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ১৪,৩১৩ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ৪২ লক্ষ ৬০ হাজার ৪৭০ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.৪৭ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ৫৬ লক্ষ ৯১ হাজার ১৭৫ জন প্রাপক, ফলে ভারতে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,০৫, ৪৩,১৩,৯৭৭ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৫৪৯ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৫৭,৭৪০ জন (১.৩৪ শতাংশ)। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা ফের অনেকটাই বাড়ছে, শুক্রবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৩,৫৪৩ জন। ফলে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৩৬,৪১,১৭৫ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.১৯ শতাংশ।

বুথমুখী ভোটাররা, পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশে ৩ লোকসভা ও ৩০ বিধানসভাতে ভোটগ্রহণ

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গের ৪টি বিধানসভা কেন্দ্র-সহ শনিবার ভোটগ্রহণ চলছে দেশের ১৫ রাজ্যের ৩টি লোকসভা এবং ৩০টি বিধানসভা আসনে। মধ্যপ্রদেশের খণ্ডওয়া, হিমাচল প্রদেশের মান্ডি এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দাদরা ও নগর হাভেলির একমাত্র লোকসভা আসনে উপনির্বাচন হচ্ছে ওই তিন কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদদের মৃত্যুর কারণে। মান্ডি কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রার্থী হলেন হিমাচলের প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বীরভদ্র সিংয়ের স্ত্রী তথা প্রাক্তন সাংসদ প্রতিভা। দাদরা ও নগর হাভেলিতে বিজেপি-র পাশাপাশি লড়াইয়ে রয়েছে কংগ্রেস এবং শিবসেনা।

পশ্চিমবঙ্গের চারটি, অসমের ৫টি বিধানসভা কেন্দ্রের পাশাপাশি মেঘালয়, মধ্যপ্রদেশ ও হিমাচল প্রদেশের ৩টি করে, রাজস্থান, কর্নাটক ও বিহারের ২টি করে এবং তেলেঙ্গানা, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ও অন্ধ্রপ্রদেশের ১টি করে আসনে উপনির্বাচন হচ্ছে এই পর্যায়ে। অসমে এ বার এইউডিএফ-এর সঙ্গ ছেড়ে একক ভাবে লড়ছে কংগ্রেস। বিহারের দু'টি আসনেও লালুর দল আরজেডি-র বিরুদ্ধে লড়ছেন সোনিয়ার দলের প্রার্থীরা। আগামী মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গের ৪টি বিধানসভা আসনের সঙ্গেই ওই কেন্দ্রগুলিতেও ভোট গণনা হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন এসএফআই -এর নেতৃবৃন্দরা। ছবি ঃ নিজস্ব

অবশেষে জেল-মুক্ত আরিয়ান খান, আনন্দ ফিরল মন্নত-এ

মুম্বই, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): দীর্ঘ ৩-সপ্তাহের বেশি সময়ের উৎকণ্ঠা শেষে জেল-মুক্ত হলেন আরিয়ান খান। দীপাবলির আগেই আনন্দ ফিরল মন্নত-এ। মুম্বইয়ের আর্থার রোড জেল থেকে বেরিয়ে নিজের বাড়ি মন্নত-এ ফিরলেন আরিয়ান। মুম্বইয়ের আর্থার রোড জেলে ৩ সপ্তাহের বেশি বন্দিদশা কাটিয়ে বৃহস্পতিবারই জামিন পেয়েছিলেন আরিয়ান খান। যাবতীয় প্রক্রিয়া শেষে শনিবার সকালে জেল থেকে বেরিয়ে আসেন শাহরুখ-পুত্র। জেল থেকে বেরোনো মাত্রই গাড়িতে ওঠেন আরিয়ান। সঙ্গে ছিলেন শাহরুখের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী রবি সিং, শাহরুখ ও তাঁর স্ত্রী গৌরীও সম্ভবত ওই গাড়িতেই ছিলেন। আরিয়ান গাড়িতে ওঠা মাত্রই সেই গাড়ি ছুটে চলে বান্দ্রার দিকে, সেখানেই তো শাহরুখের বাড়ি মন্নত।

প্রমোদতরী মাদক উদ্ধার মামলায় গত ২ অক্টোবর আরিয়ানকে আটক করেছিল নার্কোটিক্স কন্টোল ব্যুরো। পরে শাহরুখ পুত্রকে গ্রেফতার করে এনসিবি। ৪ অক্টোবর আদালতে তোলা হয় শাহরুখ পুত্রকে। আরিয়ানকে পাঠানো হয় জেল হেফাজতে। অবশেষে গত বৃহস্পতিবার আরিয়ানকে জামিন প্রদান করেছে বম্বে হাইকোর্ট। তবে, বেশ কিছু শর্ত মানতে হবে শাহরুখের পুত্রকে। যেমন পুলিশকে না জানিয়ে মুম্বইয়ের বাইরে যেতে পারবেন না আরিয়ান। প্রতি শুক্রবার এনসিবি-র দফতরে হাজিরা দিতে হবে। দেশ ছাড়তেও পারবেন না তিনি।

বাংলাদেশ থেকে রাজ্যে এল ১৮ টন ইলিশ

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর (হি.স) : বেনাপোল-পেট্রাপোল স্থলবন্দর দিয়ে আরও ১৮ টন ইলিশ রাজ্যে এল। বাংলাদেশি ৪টি ট্রাকে করে ১৮ টন ইলিশের চালান এসে পৌঁছয় বাংলাদেশ বেনাপোল বন্দরে। কাস্টমস ও বেনাপোল মৎস্য দফতরের মান নিয়ন্ত্রণ কর্তারা মাছের নমুনা পরীক্ষা করে রপ্তানির অনুমতি দেন। দুর্গাপুজো উপলক্ষে এর আগে ইলিশ এসেছিল। কিন্তু বাংলাদেশে ইলিশ শিকার বন্ধ থাকায় তা পাঠানো যায়নি। নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পর বৃহস্পতিবার রাতে ইলিশের অবশিষ্ট চালানগুলো বেনাপোল বন্দর দিয়ে রপ্তানি শুরু হয়েছে। প্রতিটি ইলিশের ওজন এক থেকে দেড় কেজি। ইলিশ রপ্তানির সময়সীমা আগামী ৫ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

সামনেই দীপাবলি। আর তারপরই ভাইফোঁটা। ভোজনরসিক বাঙালির ইলিশ প্রেমের কথা কারও অজানা নয়। তাই মন চাইলে ভাইয়ের পাতও সাজিয়ে দিতে পারেন রূপোলি শস্য দিয়েই। যা বিশেষ দিনে আপনার ভাই বা দাদাকে আরও বেশি খুশি করে তুলতে পারে।

উত্তরাখণ্ডের উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিজেপি : অমিত শাহ

দেহরাদুন, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারতীয় জনতা পার্টি। জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার দেহরাদুনে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে অমিত শাহ বলেছেন, 'বিগত চার বছরে উত্তরাখণ্ডের সার্বিক উন্নয়ন হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির নেতৃত্বে রাজ্যের উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারতীয় জনতা পার্টি।' অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'উত্তরাখণ্ডে করোনা, বন্যার সময় কংগ্রেসের কাউকে দেখা যায়নি। কিন্তু নির্বাচন ঘনিয়ে এলে তাঁরা আত্মপ্রকাশ করে এবং সংবাদ সম্মেলন করতে থাকে।' অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'আমি হরিশ রাওয়াত জি-কে (প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা) খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, তাঁরা নিজেদের নির্বাচনী ইস্তেহারের কতটা প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন এবং বিজেপি কতটা প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে সে বিষয়ে আলোচনা জন্য। বিজেপি ইস্তেহারে দেওয়া প্রায় ৮৫ শতাংশ প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে।' আগামী ৫ নভেম্বর কেদারনাথ যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সে প্রসঙ্গে এদিন অমিত শাহ বলেছেন, আগামী ৫ নভেম্বর কেদারনাথ ধামে যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানে তিনি আদি শঙ্করাচার্যের একটি মূর্তি উদ্বোধন করবেন।'

সুদিন নয়, দেশকে শেষ করে দিচ্ছে বিজেপি : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পানাজি, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): গোয়া থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে ফের বিষোদগার করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'তাঁরা বলছেন সুদিন নিয়ে আসবেন, আসলে দেশকে তাঁরা (বিজেপি) শেষ করে দিচ্ছেন।' মমতা বলেছেন, 'মুদ্রাস্ফীতি শিখরে। এলপিজি, ডিজেল-পেট্রোলের দাম নিরন্তর বাড়ছে। জিএসটি-র জন্য ব্যবসা ক্ষতির সম্মুখীন, রফতানি কমেছে। কিন্তু বিজেপি এই সমস্যাগুলি সমাধানে সদর্থক নয়।' শনিবার সকালে গোয়ার রাজধানী পানাজির অদূরে ডোনা পাওলার ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মমতা এদিন গোয়ায় তৃণমূলের সংগঠন প্রসঙ্গে বলেছেন, "সবচেয়ে বড় কথা হল পরিবার। সেটা তৈরি হয়ে গিয়েছে। এরপর আরও লোকজন আসবেন। কারা কারা আসছেন সেটা দেখে কমিটি গড়া হবে। সেটা বড় কোনও ব্যাপার নয়। একবার পরিবার তৈরি হয়ে গেলে পরিবারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লোকের অভাব হয় না।" গোয়া নিয়ে তৃণমূলের পরিকল্পনা জানাতে গিয়ে মমতা বলেন, "গোয়া থেকেই বিজেপি-র শেষের শুরু হবে। গোয়ার মানুষের বঞ্চনার শেষ হবে।" তাঁর কথায়, "গোয়ায় কী নেই! শুধু রয়েছে সঠিক নেতৃত্বের অভাব। তৃণমূল ভূমিপুত্রকে দিয়েই সেই অভাব দূর করবে।" মমতার আক্রমণ থেকে বাদ যায়নি বিজেপিও। তৃণমূলনেত্রী বলেন, "দেশের জন্য বিজেপি চিন্তিত নয়। কৃষকরা প্রায় এক বছর ধরে রাস্তায় বসে আছে। কিন্তু কেন্দ্রের সরকারের তা নিয়ে কোনও মাথাব্যথাই নেই! পেট্রল, ডিজেলের দাম কত হয়েছে? দাম কমাতে কী করেছে মোদী সরকার?" তাঁর কটাক্ষ, "বিজেপি যদি সত্যিই দেশের কথা ভাবত, তা হলে আজ বেকারত্বের হার আকাশ ছুঁত না।"

৩০ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ল বাণিজ্যিক বিমান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর (হি.স) : আন্তর্জাতিক উড়ানে আরও বাড়ল নিষেধাজ্ঞা। আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত বাণিজ্যিক বিমান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি থাকছে বলে জানিয়েছে ডিরেক্টর জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন।

তবে পূর্ব নির্ধারিত নির্দিষ্ট কয়েকটি রুটে বিমান চলাচলে ছাড় দেওয়া হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞার প্রভাব পড়বে না কার্গো বিমানের ক্ষেত্রে। এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে ডিজিসিএ জানিয়েছে, 'ভারত থেকে ও ভারতমুখী আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলে নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ আগামী ৩০ নভেম্বর অক্টোবর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। নির্বাচিত কয়েকটি রুটে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বিশেষে বিমান চলাচলে ছাড় থাকছে।'

কোভিডের সংক্রমণের কারণে ২০২০ সালের ২৩ মার্চ থেকে ভারতে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল বন্ধ রয়েছে। গত বছরের মে মাস থেকে "বন্দে ভারত মিশন"-র অধীনে এবং জুলাই মাস থেকে নির্দিষ্ট দেশগুলির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আন্তর্জাতিক এয়ার বাবলের মাধ্যমে বিমান চলাচল করছিল।

৭৩ বছরে প্রয়াত প্রবীণ অভিনেতা ইউসুফ হুসেন, শোকস্তব্ধ বলিউড

মুম্বই, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): প্রয়াত হলেন প্রবীণ অভিনেতা ইউসুফ হুসেন। শনিবার মৃত্যু হয়েছে কোভিড-১৯ আক্রান্ত বর্ষীয়ান বলি-অভিনেতা ইউসুফ হুসেনের। বিভিন্ন বলি-ছবিতে তাঁকে দেখা গেলেও দর্শক তাঁকে মনে রেখেছেন "ধুম ২", "বিবাহ", "দিল চাহতা হ্যায়"-এর মতো সব ব্লকব্লাস্টার ছবিতে অভিনয় করার সুবাদে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। শনিবার মুম্বইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে জীবনাবসান হয়েছে ইউসুফের। বর্ষীয়ান অভিনেতার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি খোলা চিঠি লিখেছেন তাঁর জামাই তথা বিশিষ্ট পরিচালক হনসল মেহা। আবেগঘন সেই চিঠি পড়ে চোখ ভিজেছে নেটিজেনদের। শোকজ্ঞাপন করেছেন জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত বলি-অভিনেতা মনোজ বাজপেয়ীও। খোলা চিঠিতে অকপটভাবে হনসল স্বীকার করেছেন কীভাবে তাঁর পরিচালক হওয়ার শুরুর দিনগুলোয় সর্বতভাবে সাহায্য করেছিলেন তাঁর শ্বশুর। "ইউসুফ সাহাব"-এর ভরসা এবং অর্থনৈতিক সাহায্য না পেলে যে তাঁর পরিচালক হওয়া হতো না সে বিষয়ে সোজাসুজি লিখতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি তিনি। মনোজ বাজপেয়ীও নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে তাঁর "ইউসুফ সাহাব"-এর উদ্দেশে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। প্রয়াত অভিনেতার ছবি পোস্ট করে "ফ্যামিলি ম্যান" লিখেছেন, "এবার একটু শান্তিতে ঘুমোন"।

বাংলাদেশে মন্দিরে হামলা-ভাঙচুর ও নিহতের ঘটনায় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দেওয়া বক্তব্য প্রত্যাহারের দাবি

মনির হোসেন,ঢাকা,৩০ অক্টোবর।। বাংলাদেশে মন্দির, পূজামণ্ডপ, দোকানপাট, বাসাবাড়িতে হামলা-ভাঙচুর ও লুটপাট এবং নিহতের ঘটনা নিয়ে সে দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দেওয়া বক্তব্যের প্রতিবাদে নোয়াখালীতে সংবাদ সম্মেলন হয়েছে। নোয়াখালী জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও ইসকন মন্দির কর্তৃপক্ষ আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়।

শনিবার বিকেল চারটায় ইসকন মন্দির প্রাঙ্গণে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের জেলা কমিটির সদস্যসচিব পাপ্পু সাহা। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, সম্প্রতি নোয়াখালীর চৌমুহনীসহ সারা বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর ঘটে যাওয়া অমানবিক কর্মকাণ্ডভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও হত্যার বিষয়ে পরাষ্ট্রমন্ত্রীর দেওয়া বক্তব্য তাঁদের হতবাক করেছে। মন্ত্রীর এই বক্তব্য খুনি ও দুষ্কৃতকারীদের আড়াল করবে বলে তাঁরা আশঙ্কা করছেন। মন্ত্রীর এই বক্তব্য ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার লোকজনকে আরও আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলছে।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনায় গত বৃহস্পতিবার একটি বিবৃতি দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন। বিবৃতিতে তিনি দাবি করেছেন, দেশে সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক সহিংসতার সময় কেউ ধর্ষিত হননি এবং একটি মন্দিরেও অগ্নিসংযোগ কিংবা ধ্বংস করা হয়নি। ধর্মীয় সহিংসতায় এখন পর্যন্ত মাত্র ছয়জন মারা গেছেন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে চারজন মুসলমান, আর তাঁরা হিন্দুদের বাড়িতে আগুন দেওয়ার চেষ্টার সময় পুলিশের গুলিতে নিহত হন। দুজন হিন্দু মারা যান, তাঁদের মধ্যে একজনের সাধারণ মৃত্যু হয়েছে। অন্যজন ডুবে মারা গেছেন। গত শুক্রবার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বিবৃতি ফলাও করে প্রকাশ করে টাইমস অব ইন্ডিয়া, টাইমস নাউ, হিন্দুস্তান টাইমসসহ ভারতের প্রথম সারির কয়েকটি সংবাদমাধ্যম। দেশের কয়েকটি গণমাধ্যমও এ নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, ১৫ অক্টোবর বেলা দুইটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত দুষ্কৃতকারীরা নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের চৌমুহনীতে ১১টি মন্দির, পূজামণ্ডপসহ বেশ কয়েকটি দোকান ও ঘরবাড়িতে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ চালায়। দুষ্কৃতকারীরা বিজয়া সর্বজনীন দুর্গামন্দিরের সদস্য যতন সাহাকে পিটিয়ে হত্যা করে এবং ইসকনভক্ত প্রান্ত চন্দ্র দাসকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে মেরে পুকুরে ফেলে দেয়, যার লাশ পরদিন সকালে ইসকন মন্দির-সংলগ্ন পুকুরে ভেসে ওঠে, যা ইতিমধ্যে গণমাধ্যম ঘটনার ভয়বহতা দেশবাসীকে অবহিত করেছে।

সংবাদ সম্মেলনে পাঠ করা লিখিত বক্তব্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে চৌমুহনী আসার আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, আমরা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব, আপনি চৌমুহনীতে এসে দেখে যান ঘটনার ভয়াবহতা। আর কী হলে আপনি স্বীকার করবেন মন্দিরে ভাঙচুর হয়েছে ও মানুষ খুন হয়েছে? আপনার বক্তব্য আমাদের ব্যথিত ও মর্মাহত করেছে। আমরা মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য অবিলম্বে প্রত্যাহার করে নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, বক্তব্য প্রত্যাহার করে প্রকৃত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জন্য সহযোগিতাসহ ক্ষতিগ্রস্ত মন্দির, ব্যক্তি তথা অসহায়দের পাশে দাঁড়াবেন; বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সহযোগিতা করবেন এবং বঙ্গবন্ধুকন্যার হাতকে শক্তিশালী করবেন।

সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন, জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের জেলা আহ্বায়ক বিনয় কিশোর রায়। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন ইসকনের অধ্যক্ষ রসপ্রিয় দাস অধিকারী, হামলার ঘটনায় নিহত যতন সাহার স্ত্রী লাকি সাহা, যুব ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক উত্তম দাস, বিজয়া দুর্গামন্দিরের সভাপতি তাপস সাহা প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে স্বামীর মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন যতন চন্দ্র সাহার স্ত্রী লাকি সাহা। তিনি বলেন, আমরা তো কোনো ধর্মকেই অসম্মান করি না। আমরা স্বাধীন বাংলাদেশে স্বাধীনভাবে বাঁচতে চাই। আমি না হয় আমার জীবন চালাব। কিন্তু আমার এই ছোট্ট ছেলেকে কীভাবে বলব, তার বাবার কী হয়েছে। আজকে যে তার বাবার শ্রাদ্ধ হয়েছে, সে তো বুঝতেই পারে কী হয়েছে। সে জানতে চায়, বাবা কখন আসবে। আমি ছেলেকে বলতেও পারব না, আমরা সবাই এক। ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। এই কথা আর কখনো আমার মুখ দিয়ে আসবে না।

প্রসঙ্গত, কুমিল্লার ঘটনার জেরে ১৩-১৫ অক্টোবর নোয়াখালীর হাতিয়া, বেগমগঞ্জসহ বিভিন্ন উপজেলায় হিন্দুদের মন্দির, পূজামণ্ডপ, দোকানপাট ও বাড়িঘরে হামলা-ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে। হামলায় নিহত হন দুই ইসকনভক্ত। এসব ঘটনায় এ পর্যন্ত বিভিন্ন থানায় মোট ২৯টি মামলা হয়েছে। মামলাগুলোতে এ পর্যন্ত ২১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

অজ্ঞাত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবন সমাজের সামনে তুলে ধরবে সঙ্ঘ : হোসবালে

ধারওয়াড়, ৩০ অক্টোবর (হি. স.) : রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে বলেছেন, স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব বছরে স্বাধীনতা সংগ্রামের অজানা যোদ্ধাদের জীবনকে সমাজের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। তামিলনাড়ুর ভেলু নাচিয়ার, কর্ণাটকের আবক্কা, রানি গাইডিনলিউ সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। একই সময়ে, আন্দামানের সেলুলার জেলে কালাপানির সাজাপ্রাপ্তদের সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। হোসবালে বলেন যে, সঙ্ঘ এই সমস্ত যোদ্ধাদের জীবনকে সমাজের সামনে তুলে ধরার কাজ করবে।

কর্ণাটকের ধারওয়াড়ে চলমান সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী সভার তিন দিনের বৈঠক শনিবার শেষ হয়েছে। এই উপলক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে বলেন যে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সমগ্র বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে অনন্য। সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী এই আন্দোলনে শুধু ব্রিটিশ কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে ছিল না, এই আন্দোলন ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ভাষাকে জাগ্রত করার কাজ করেছে। এই উপলক্ষ্যে হোসবালে স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্য মহাপুরুষদের অবদানের বিস্তারিত উল্লেখ করেন। দেশকে সব ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বাবান জানান হোসবালে।

সরকার্যবাহ হোসবালে বলেছেন যে, শিখ সম্প্রদায়ের নবম গুরু তেগ বাহাদুরজির ৪০০তম জন্মবার্ষিকীতে শিখ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে একযোগে অনুষ্ঠান আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গুরু তেগ বাহাদুর ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য আত্মত্যাগ করেছিলেন। তাঁর জীবন অনুপ্রেরণাদায়ক। নিরন্তর চলবে সঙ্ঘের কাজ এদিন সরকার্যবাহ জানান যে, সঙ্ঘের দৈনিক শাখা চলছে ৩৪ হাজার স্থানে, সাপ্তাহিক শাখা ১২,৭৮০ জায়গায়, মাসিক শাখা ৭,৯০০ জায়গায় অর্থাৎ সরাসরি সঙ্ঘের কাজ চলছে ৫৫ হাজার স্থানে। বর্তমানে সারা দেশে ৫৪,৩৮২টি দৈনিক শাখা রয়েছে। ২০২৫ সালে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পূর্ণ হতে চলেছে। ফলে সভায় সঙ্ঘের কাজের সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়।

হোসবালে বলেন, আগামী তিন বছরে সঙ্ঘ তার কাজকে মণ্ডল পর্যায়ে নিয়ে যেতে চায়। তিনি বলেছেন যে, সঙ্ঘ পূর্ণকালীন কার্যকর্তাদের জন্যও পরিকল্পনা করা হয়েছে। সঙ্ঘ চেষ্টা করবে যে, ২০২২ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত যে কমপক্ষে দুই বছর সময় দেবেন এমন কার্যকর্তা প্রস্তুত হন। এই অনুষ্ঠানে হোসবালে ধর্মান্তর বিরোধী বিলের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ধর্মান্তর বিরোধী বিলের বিরোধিতা করা উচিত নয়। অরুণাচল প্রদেশের কংগ্রেস সরকার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আইন পাশ করেছে। তিনি বলেন, ধর্মান্তর বন্ধে আইন করা হলে সংঘ তা স্বাগত জানাবে।

পাথারকান্দির সীমান্তবর্তী ভারতের জমি বাংলাদেশিদের কবজায়, জেলাশাসককে নালিশ ভারতীয় কৃষকদের

পাথারকান্দি (অসম), ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি থানাধীন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কাঁটাতারের বেঁড়া সংস্থাপনের নামে লাঠিটিলা ডুমাবাড়িতে স্থানীয় কৃষকদের ১,২০০ বিঘা কৃষিজমি নো ম্যা নস ল্যায়ন্ডের অধীনে চলে গেছে। বিবাদাকৃত এই সব জমিগুলো কবজা করে নিয়েছে বাংলাদেশিরা। এতে সমস্যাডয় পড়েছেন ভারতীয় কৃষিজমির মালিকরা। তাই তাঁদের জমি বাংলাদেশিদের কবজা থেকে উদ্ধার করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বার-কয়েক স্মারকপত্র তাঁরা দিয়েছেন করিমগঞ্জের জেলাশাসক খগেশ্বর পেগুর কাছে।

ভারত সরকার আজও বিবাদাকৃত জমিগুলোর সুরাহা করে দিচ্ছে না। অথচ ২০১৪০১৫ সাল পর্যন্ত এই সব জমিতে ভারতীয়রা চাষাবাদ করেছেন। আজও স্থানীয় কৃষকদের হাতে এ সব জমির দলিল সহ প্রদত্ত খাজনার রশিদ মজুত রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সরকার বার-কয়েক স্থানীয় কৃষকদের সমস্যা মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও আজ পর্যন্ত কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ফলে হতাশায় ভুগছেন ভুক্তভোগী কৃষকরা। এ ব্যাপারে আরও একবার জেলাশাসক খগেশ্বর পেগুর হাতে একটি স্মারকপত্র প্রদান করেন স্থানীয় কৃষকরা।

স্থানীয় কৃষক রাজেশ গোয়ালা, গৌতম চৌহান, সমীরণ চৌহানদের স্বাক্ষরিত স্মারকপত্রে লেখা হয়েছে বিগত ২০০০ সালের ১ আগস্ট তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আডবাণী কর্তৃক জারিকৃত এক সরকারি আদেশে বলা হয়েছিল, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী করিমগঞ্জ জেলার লাটিঠিলা ডুমাবাড়ি প্রভৃতি স্থানের সীমান্ত এলাকার জমি সংক্রান্ত বিবাদ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সীমান্তে কাঁটাতারের বেঁড়া নির্মানের কাজ বন্ধ রাখা হবে। অথচ পরবর্তীতে পাথারকান্দি রাজস্ব চক্রের প্রায় ১,২০০ বিঘা জমি বাংলাদেশকে হস্তান্তর করা হয় ২০১৪-১৫ সালে। পরে বিষয়টি নিয়ে অনেক জলঘোলা হলেও সমস্যাজ আজও মিটেনি। এ নিয়ে একাধিকবার সরকার সহ প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত বিষয়টি অমীমাংসিত রয়েছে। স্থানীয় কৃষকদের দাবি, বিবাদাকৃত জমির খাজনা তাঁরা এখনও দিয়ে যাচ্ছেন।

এদিকে বিষয়টি নিয়ে শুক্রবার স্থানীয় বিভিন্ন কৃষক সীমান্তের লাঠিটিলা এলাকায় গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাঁদের এক কথা, সরকার শীঘ্রই তাঁদের জমি সংক্রান্ত বিবাদ নিষ্পত্তি না করে দিলে তাঁরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন সংগঠিত করবেন, পাথারকান্দি সার্কল কার্যালয়ে অবস্থান-ধরনায় বসবেন।

পৌর পরিষদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হওয়ার পর বিশালগড়ে মিছিল বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩০ অক্টোবর।। বিশালগড় পৌর পরিষদের ১৫ টি ওয়ার্ডের শনিবার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে। আর বিশালগড়ে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হওয়ার পর শনিবার ৮ ঘটিকায় বিশালগড় পৌর পরিষদের ১৫ জন প্রার্থী কে নিয়ে বিজেপি কার্যালয়ে সভা করার পর বিশালগড় বিজেপি কার্যালয়ে থেকে ১৫ টি ওয়ার্ডের বিশালগড় পৌর পরিষদের মনোনীত প্রার্থীরা যার যার ওয়ার্ডে বিজেপি মনোনীত প্রার্থীদের কে বিপুল ভোটে জয়ী করার জন্য মিছিল বের করে। বিশালগড় পৌর পরিষদের ১০ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী লক্ষ্মী রানী সাহা কে জয়ী করার আহ্বান জানিয়ে লক্ষ্মীরাণী সাহার সমর্থনে মিছিলে অংশগ্রহণ করেন প্রদেশ যুব মোর্চার সভাপতি নবাদল বণিক। ছিলেন ১০ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী লক্ষ্মী রানী সাহা সহ বিজেপি অন্যান্য কার্য কর্তারা। বিশালগড় পৌর পরিষদের ১৫ টি ওয়ার্ডের প্রার্থীদের কে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানিয়ে বিশালগড় পৌর পরিষদের ১৫ টি ওয়ার্ড এ মিছিল বের হয়। বিশালগড় পরিষদের এই বছরের নামের তালিকা বাদ যায় বেশ কয়েকজনের। বেশ কয়েকজন পুরানো কর্মীকে স্থান দেওয়া হয় বিশালগড় পৌর পরিষদের প্রার্থী তালিকায়। পুরানো দিক দিয়ে বাদ দেওয়া হয় বিশালগড় পৌর পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারপারসন রুপালি দে। বিশালগড় পৌর পরিষদের ১ নং আসনে রিঙ্কু দাস, ২ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী অমর সরকার, ৩ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী ঊষা রঞ্জন দাস ,৪ নং ওয়ার্ডে প্রার্থী জয়ন্তী ভৌমিক শীল ,৫ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী নিখিল রঞ্জন চক্রবর্তী, ৬ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী রাখি কর্মকার রায়, ৭ নং ওয়ার্ডে প্রার্থী অনুরাগ চক্রবর্তী ,৮নং ওয়ার্ডের প্রার্থী মাম্পি দাস সাহা ,৯ নং ওয়ার্ডে প্রার্থী অঞ্জন পুরকায়স্থ, ১০ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী লক্ষ্মী রানী সাহা, ১১ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী রতন দেব, ১২ নং ওয়ার্ডে প্রার্থী রমা রানী সাহা ,১৩ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী ব্রজ গোপাল দেবনাথ ,১৪ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী রিমি ঘোষ এবং ১৫ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী সুশান্ত দেব। বিশালগড় পৌর পরিষদের এই বছরের তরুণ এবং বয়স্কদের মধ্যে মিলিয়ে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে বিজেপি। বিশালগড় পৌর পরিষদের এই বছরে নির্বাচনে স্থান পায় বিশালগড় যুব মোর্চার সভাপতি অনুরাগ চক্রবর্তী। এছাড়া পুরানো কর্মীদের মধ্যে স্থান পায় নিখিল রঞ্জন চক্রবর্তী, ব্রজগোপাল দেবনাথ এর মত কার্য কর্তারা। বিশালগড় পৌর পরিষদের নির্বাচনে এবছরের চমক পদ প্রার্থী ঘোষণা করে প্রদেশ বিজেপি। আর প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হতেই শাসক দল বিজেপির বিশালগড় পৌর পরিষদের ১৫ ওয়ার্ডে মিছিল সংঘটিত করা হয়।

নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আতশবাজি উন্নয়ন সমিতি

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর (হি.স): কালীপুজো ও দীপাবলিতে সব ধরনের বাজি বিক্রি ও পোড়ানো নিষিদ্ধ করে কলকাতা হাইকোর্ট। হাইকোর্টের সেই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে গেল আতশবাজি উন্নয়ন সমিতি। শনিবার রায়ের বিরুদ্ধে হলফনামা দাখিল করা হয়েছে। আগামী সোমবার এই মামলার শুনানি হবে।

শুক্রবার পরিবেশকর্মী রোশনি আলির দায়ের করা এক মামলার ভিত্তিতে কালীপুজো ও দীপাবলিতে সব ধরনের বাজি বিক্রি ও পোড়ানো নিষিদ্ধ করে কলকাতা হাই কোর্ট। আদালতের নির্দেশে বলা হয়, এই উৎসবে কোনও বাজি ব্যবহার করা যাবে না। শুধুমাত্র প্রদীপ প্রদীপ ও মোমবাতি জ্বেলেই দীপাবলি, ছট, কিংবা গুরু নানকের জন্মদিনের মতো উৎসব পালন করতে হবে। হাইকোর্টের সেই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে গেল আতশবাজি উন্নয়ন সমিতি। শনিবার রায়ের বিরুদ্ধে হলফনামা দাখিল করা হয়েছে। আতশবাজি উন্নয়ন সমিতির বক্তব্য, যেখানে দেশের সর্বোচ্চ আদালত পরিবেশ বান্ধব আতশবাজিকে ছাড় দিয়েছে, জাতীয় পরিবেশ আদালত (ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুন্যাল) তাতে সিলমোহর দিয়েছে, সেখানে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের তারা বিরোধিতা করছে। সেই কারণে দেশের শীর্ষ আদালতে তারা সুবিচার চেয়েছে।

আগামী সোমবার এই মামলার শুনানি হবে।

আতশবাজি উন্নয়ন সমিতির আশা, তাদের শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ৩১ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান রয়েছে। তাই দেশের শীর্ষ আদালত কোনও নির্দেশ দেওয়ার আগে অবশ্যই তাদের যুক্তিগুলি দেখবেন। সোমবারই সুপ্রিম কোর্ট এ বিষয়ে রায়দান করবে বলে মনে করছে আতশবাজি উন্নয়ন সমিতি।

মুর্শিদাবাদে আটক বিপুল পরিমাণ ফেন্সিডিল বোতল

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর (হি.স) : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার রাতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে প্রায় পাঁচ হাজার বোতল ফেন্সিডিল সিরাপ উদ্ধার করল মুর্শিদাবাদ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। ঘটনায় একটি লরি সহ দুই জনকে গ্রেফতার করেছে স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের অফিসাররা। স্পেসাল টাস্ক ফোর্সের এক কর্তা জানান, শুক্রবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বহরমপুর থানার নওদাপাড়া রেল গেটের কাছে একটি লরি আটক করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে পাঁচ হাজার বোতল ফেন্সিডিল সিরাপ উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় লরির চালক মিলন শেখ (২২) এবং জিন্না শেখ (৩৪) নামে তার এক সহযোগীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত দুজনের বাড়ি মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়া এলাকায়।

স্পেশাল টাস্ক ফোর্স সূত্রে জানা গিয়েছে, ফেন্সিডিল বোতলগুলি তারা উত্তরপ্রদেশের বেনারস থেকে নিয়ে আসছিল। উদ্ধার হওয়া ফেন্সিডিল জলঙ্গির এক ব্যক্তিকে দেওয়ার কথা ছিল। পরে সেখান থেকে ফেন্সিডিল বোতলগুলো বাংলাদদেশে পাচার করা হত। স্পেশাল টাস্ক ফোর্স সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া ফেন্সিডিলের ভারতের বাজারে মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। বাংলাদেশের বাজারে ভারতের প্রায় ৪-৫ গুণ দামে এক একটি বোতল বিক্রি হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ফেন্সিডিল মূলত একটি কাশির সিরাপ। তবে বেশি পরিমাণে এই সিরাপ খেলে নেশা হয়ে যায়। একটি বিশেষ ধর্মে মদ খাওয়া নিষিদ্ধ হওয়াতে ওই ধর্মের প্রচুর লোক এখন বাংলাদেশে মদের পরিবর্তে ফেন্সিডিলের নেশা করে থাকেন। বিএসএফের কড়াকড়ির জন্য মুর্শিদাবাদ সীমান্ত দিয়ে এখন গরু পাচার কমে আসার ফলে সীমান্ত এলাকার প্রচুর যুবক এখন অল্প সময়ে প্রচুর পয়সা রোজগারের আশাতে ফেন্সিডিল পাচারের সাথে জড়িয়ে পড়ছেন। তাই মুর্শিদাবাদ এবং মালদা সীমান্তে বিএসএফের হাতে প্রায় রোজই ফেন্সিডিল পাচারকারীরা ধরা পড়ছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পাক সীমান্তের কাছে ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে নিহত ২ জওয়ান

শ্রীনগর, ৩০ অক্টোবর (হি.স) : ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে নিহত হলেন দুই জওয়ান। এছাড়া জখম হয়েছেন আরও তিন জওয়ান। শনিবার লাইন অফ কন্টোলের কাছে নৌশেরা-সুন্দেরবানি সেক্টরে ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণটি ঘটে। তখনই আহত হন জওয়ানরা। সকলকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে দু'জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। বাকি তিনজনের চিকিৎসা চলছে।

সেনা সূত্রে খবর, এদিন পাক সীমান্তের কাছে তল্লাশি চালাচ্ছিলেন জওয়ানরা। তখনই ল্যান্ডমাইন ফেটে বিস্ফোরণটি ঘটে।

জানা গিয়েছে, যেখানে বিস্ফোরণটি ঘটে ওই জায়গা দিয়ে জঙ্গিরা অনুপ্রবেশ করে। অনুপ্রবেশ আটকাতে সেনার তরফে সেখানে ল্যান্ডমাইন রাখা হয়েছিল। সেটা ফেটেই প্রাণ হারান দুই জওয়ান। সেনার তরফে জানানো হয়েছে, দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। বাকি তিনজনের সেনা হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। তাঁদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা সঙ্কটজনক।

রাষ্ট্রীয় সম্মানে কন্নড় অভিনেতা পুনিত রাজকুমারকে বিদায় জানাবে কর্নাটক সরকারের

বেঙ্গালুরু, ৩০ অক্টোবর (হি.স) : রাষ্ট্রীয় সম্মানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে হৃদরোগে মৃত কন্নড় অভিনেতা পুলিত রাজকুমারের। শনিবার কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী একথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আগামীকাল রবিবার কান্তিরাভা স্টুডিওতে পুনিত রাজকুমারকে রাষ্ট্রীয় সম্মান দেওয়া হবে। এ দিকে শনিবার বেঙ্গালুরুর শ্রী কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে প্রিয় অভিনেতাকে শ্রদ্ধা জানাতে ভক্তকুলের ভিড় উপচে পড়ে। সামাল দিতে নাজেহাল অবস্থা হয় কর্নাটক পুলিশের।

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৪৬ বছর বয়সে প্রয়াত কন্নড় অভিনেতা পুনিত রাজকুমার। শুক্রবার সকালেই জিমে সময় কাটানোর সময় তিনি বুকে প্রচণ্ড যন্ত্রণা অনুভব করেন। তখনই তাকে বেঙ্গালুরুর বিক্রম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খবর পেয়ে অভিনেতার শারীরিক অবস্থা খতিয়ে দেখতে হাসপাতালে আসেন কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী বাসভরাজ এস বোম্বাই। হাজির ছিলেন প্রয়াত পুনিত রাজকুমারের দাদা তথা কন্নড় অভিনেতা শিবরাজ কুমার। এসেছিলেন অভিনেতা যশও। দাদা শিবরাজকুমারের নতুন ছবি বজরঙ্গী ২ তে শেষ কাজ করেছিলেন পুনিত রাজকুমার। এদিন সকালেও বজরঙ্গী ২ এর সাফল্য কামনা করে একটি ট্যুইট করেন অভিনেতা। পুনিত রাজকুমারের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ দক্ষিণী চলচ্চিত্র জগৎ। সোশ্যাল মিডিয়ায় সোনু সুদ, আর মাধবন, চিরঞ্জিবী, প্রকাশ রাজ-সহ বলিউডের বহু অভিনেতা-অভিনেত্রী প্রয়াত কন্নড় তারকা পুনিত রাজকুমারকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

গোয়ার বিজেপি বিরোধী দলগুলির সঙ্গে জোট বেঁধে লড়াইয়ের বার্তা মমতার

পানাজি, ৩০ অক্টোবর (হি.স): গোয়ার বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভোট ভাগ হতে দিতে নারাজ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনদিনের গোয়া সফর শেষে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি স্পষ্ট জানালেন, ভোট ভাগাভাগি হতে দেওয়া যাবে না। গোয়ায় বিজেপি বিরোধী আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে জোট বেঁধেই লড়বে তৃণমূল। একইসঙ্গে কংগ্রেস ও বিজেপিকে একহাত নিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ সফর সেরেই তিনদিনের জন্য গোয়া উড়ে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার দিনভর সেখানে একাধিক কর্মসূচিতে যোগ দেন। সাংবাদিক সম্মেলনের পাশাপাশি সেখানকার স্থানীয় মানুষজন, মৎস্যজীবীদের সঙ্গে জনসংযোগ করেন। ঘুরে দেখেন গোয়ার ঐতিহ্যবাহী মন্দির, গির্জাগুলি। মাছ-ফুটবল-লোকসংস্কৃতিতে বাংলা আর গোয়াকে একসারিতে বসিয়ে মমতা জানিয়েছিলেন, বাংলার মতোই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে গোয়াকেও। এখানেও বাংলার মতো 'দুয়ারে সরকার', 'গতিধারা' প্রকল্প চালুর আশ্বাস দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার সকালে পানাজিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ''গোয়ার আঞ্চলিক দলগুলি যথেষ্ট শক্তিশালী। তাদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়তে হবে। ভোট ভাগাভাগি হতে দেওয়া যাবে না।'' এতেই স্পষ্ট তাঁর নিজস্ব স্ট্র্যাটেজি।

একইসঙ্গে কংগ্রেস ও বিজেপিকে একহাত নিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। তাঁর মত, কংগ্রেস-বিজেপি সমঝোতা করেছে। কিন্তু তৃণমূল কখনও কংগ্রেসের মতো করে লড়াই করবে না। বাংলার বাইরে রাজনৈতিক জমি শক্ত করতে তৃণমূল যে গোয়ার মত রাজ্যকে বেশ গুরুত্ব দিচ্ছে, তা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন মমতা।

উল্লেখ্য, গোয়ায় আগামী বছর নির্বাচন। তাতে অংশ নিতে চলেছে তৃণমূল। আর তার আগে শক্তি বাড়াতে এবার মমতার সফরে লিয়েন্ডার পেজ, নাফিসা আলির মত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন।

পাক সেনাপ্রধানের ইস্তফার দাবি তোলায় প্রাক্তন সেনা আধিকারিকের ছেলের জেল

ইসলামাবাদ, ৩০ অক্টোবর (হি.স): রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে পাকিস্তানের অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল জাফর মেহদি আসকারির ছেলে হাসান আসকারির পাঁচ বছরের কারাদণ্ড। পাক সেনাপ্রধান কমর জাভেদ বাজওয়ার ইস্তফার দাবি তোলার 'অপরাধে' এই সাজা পেলেন সে দেশের প্রাক্তন সেনা আধিকারিকের ছেলে।

গত সেপ্টেম্বরে জেনারেল বাজওয়ার কার্যকালের সময়সীমা বাড়ানোর বিরোধিতা করে তাঁর ইস্তফা চেয়েছিলেন পেশায় কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হাসান। তাঁর পরেই তাঁকে রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা আইনে গ্রেফতার করা হয়। আত্মপক্ষ সমর্থমনের জন্য সেনা বাহিনীরই এক আইনি আধিকারিককে কেঁসুলি হিসেবে পেয়েছিলেন হাসান। পঞ্জাবের শাহিওয়াল জেলে শুনানির পর অভিযুক্তকে 'অপরাধী' ঘোষণা করা হয়েছে। মেজর জেনারেল মেহদির অভিযোগ, সাজা ঘোষণার পরে রওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলে বন্দি ছেলের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বাধার মুখে পড়েছেন তিনি।

একটি পাক সংবাদপত্রের দাবি, গত জুলাইয়ে হাসানের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেছিল পাক সেনা আদালত। ইসলামাবাদ হাই কোর্টের নির্দেশে গোটা শুনানিপর্বের ভিডিও তোলা হয়েছিল।

করিমগঞ্জ শহরে অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি, পুলিশ সুপার সকাশে উদ্বিগ্ন জেলা বিজেপি

করিমগঞ্জ (অসম), ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলা সদর শহরে ইদানীংকালে বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। বিশেষ করে নিশিকুটম্বদের দাপটে শহরবাসী অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। দিন-দুপুরেই শহরের আবাসিক এলাকায় চোরের দল হানা দিয়ে নগদ অর্থ, সোনার অলঙ্কার সহ বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী হাতিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সদর পুলিশকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানিয়ে প্রতিদিনই শহরের কোনও না-কোনও এলাকায় চোরের দল তাঁদের দাপট অব্যাহত রেখেছে। বিগত কয়েকদিনে শহরে সংগঠিত কোনও ঘটনারই কোনও কিনারা করতে পারেনি সদর পুলিশ। বিষয়টি নিয়ে জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল আজ শনিবার পুলিশ সুপার পদ্মনাভ বরুয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে।

জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য শহরে সাম্প্রতিককালে সংগঠিত বেশ কয়েকটি ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে পুলিশ সুপারকে বলেন, প্রতিদিন সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শহর এলাকায় চোরের দাপট দিন দিন বেড়েই চলেছে। শহরবাসী নিশ্চিন্তে বাইরে বেরোতে পারছেন না, এমন-কি রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমোতেও পারছেন না। চোরের দাপটে শহরবাসীর নাভিশ্বাস উঠেছে। নাগরিকরা ধীরে ধীরে পুলিশের উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলছেন বলেও পুলিশ সুপার পদ্মনাভ বরুয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য। পুলিশ যাতে সে দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখে, এ বিষয়ে পুলিশ সুপার পদ্মনাভ বরুয়ার কাছে আবেদন জানান জেলা বিজেপি সভাপতি।

ড্রাগস-মুক্ত সমাজ গঠনে পুলিশ সুপার পদ্মনাভ বরুয়ার নেতৃত্বে করিমগঞ্জ পুলিশ যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলছে, তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য। তবে করিমগঞ্জ জেলায় বেশ কয়েকটি স্থানে এখনও ড্রাগসের রমরমা ব্যবসা চলছে। সেই সব স্থানের তালিকা পুলিশ সুপারের হাতে তুলে দিয়ে, ড্রাগস মাফিয়া ও পাচারকারীদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য পুলিশ সুপারকে অনুরোধ করেন সুব্রত।

সামনেই কালীপূজা এবং দীপাবলি উৎসব, করিমগঞ্জ জেলায় যেন শান্তিতে এবং নির্বিঘ্নে আলোর উৎসব সম্পন্ন হয় সে ব্যাপারে পুলিশের কড়া পাহারার ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানান তিনি। বাংলাদেশ এবং ত্রিপুরায় সংগঠিত ঘটনার রেশ ধরে জেলায় অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করতে চাইলে কাউকে যেন রেহাই দেওয়া না হয়, সে জন্য পুলিশ সুপারকে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণেরও অনুরোধ জানান জেলা বিজেপি সভাপতি ভট্টাচার্য।

গন্ডাছড়া ডাকবাংলোর শৌচালয়ের বেহাল অবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৩০ অক্টোবর।। গন্ডাছড়া ডাক বাংলো চৌহমনির শৌচালয়ের বেহাল দশা, সাড়াইয়ের কোন উদ্যোগ নেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। জানা যায় গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতাল সংলগ্ন ডাক বাংলো চৌমহনী গন্ডাছড়া-অমরপুর রাস্তার পাশে শৌচালয়টি বহু বছর ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে। বর্তমানে শৌচালয়টির চারি দিকে জঙ্গলে ঘেরা। ভেঙ্গে পড়ে আছে শৌচালয়ের দরজা। নেই পাইব লাইনের ব্যবস্থা। এরপরও সাধারণ মানুষ বাধ্য হয়ে বেহাল শৌচালয়টিতেই প্রাকৃতিক কাজ সারতে হচ্ছে। বর্তমানে শৌচালয়টি দুর্গন্ধময় অবস্থা। পাশাপাশি শৌচালয় সংলগ্ন রাস্তার দুপাশে বিভিন্ন জায়গার নোংরা আবর্জনা এনে জমা করে রাখে। সব মিলিয়ে ডাক বাংলো চৌমহনী এলাকায় এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। এলাকাবাসীরা দাবি তুলেছেন দূত সমস্যা সমাধানের।

বিলোনীয়ায় বিজেপি দলের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হতেই পুড়ল আতশ বাজি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩০ অক্টোবর।। বিলোনীয়া বিজেপি দলের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হতেই সর্বত্র আতস বাজির রোশনাই ভোটের পরিবেশ এক লহময় সর্বত্র পাল্টে গেছে ,সমর্থকদের মধ্যে তৈরি হয়েছে এক উন্মাদনা,প্রার্থীরা সবাই তাদের দলীয় সমর্থকদের নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে পাড়ায় পাড়ায় নির্বাচনী প্রচারে নিজেদের প্রার্থীদের সমর্থনে, মুহু মূহ স্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত করে,তবে প্রার্থী নির্বাচনে বিলোনিয়াতে গতবারের প্রার্থীদের মধ্যে কয়েকজন ছাড়া অনেকেই আবার দলের টিকিট পেয়েছেন, যার ফলে মনোনয়ন নিয়ে তেমন কোনো সমস্যা নেই বললেই চলে,মণ্ডল সভাপতি গৌতম সরকার ও বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক কে ফোন করে পাওয়া যায় নি,পাওয়া যায়নি তাদের স্বাক্ষাত।দলীয় ভাবে যত টুকু জানা গেছে আগামী দু একদিনের মধ্যে দলীয় প্রার্থীরা তাদের মনোনয়ন জমা দেবেন।যা জানা যায় সোমবার মনোনয়ণ জমা দেওয়া হবে।

রবীন্দ্রভবন

● প্রথম পাতার পর

ওই মামলা বিচারপতি শুভাশিষ তলাপাত্রের বেঞ্চে শুনানী হয়েছে। বিচারপতি তলাপাত্র স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে জমায়েতের স্থান বদলে আপত্তির কারণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেন। তিনি জানতে চেয়েছেন ছোট্ট শহর আগরতলায় রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গন থেকে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান পর্যন্ত স্বল্প দূরত্বে জমায়েতের আয়োজনে বিশেষ অসুবিধা হওয়ার কি কারণ রয়েছে। আদালতে আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী শংকর লোধ সওয়াল করে বলেন, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গনে জমায়েতে সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। রাজ্যে দলের যা পরিস্থিতি তাতে অল্প সময়ের মধ্যে জমায়েত স্থল পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। কিন্তু, আদালত আবেদনকারীর কৌশলীর বক্তব্যে সন্তুষ্ট হতে পারেননি এবং স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানেই জমায়েত করার পরামর্শ দেন। আবেদনকারীর পক্ষে অপর আইনজীবী সঞ্জয় বসু আদালতে আবেদন জানান, যেকোন শর্ত মেনে রবীন্দ্রভবন প্রাঙ্গনেই জমায়েত করতে প্রস্তুত তৃণমূল। কারণ, এত অল্প সময়ের মধ্যে জমায়েত স্থল পরিবর্তন হলে তার আয়োজন করা সম্ভব হবে না। এই নিয়ে আদালতে দীর্ঘ সময় সওয়াল হয়েছে। এডভোকেট জেনারেল সিদ্ধার্থ শংকর দে আদালতে সওয়াল করেন জেড প্লাস নিরাপত্তা নিয়ে রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গনে জমায়েত নিরাপত্তার প্রশ্নে ঝুকিপূর্ণ। তাছাড়া কোভিড বিধি মেনে সমস্ত নিরাপত্তা প্রদান খুবই সমস্যাদীর্ন। তাই পুলিশ সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে জমায়েত স্থল পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু, আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী তাতে প্রশ্ন তুলেন, অনুমতি চাওয়ার সময়েই জেড প্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তার বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। কোন কিছু গোপন না রেখে পুলিশের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়েছে। তবুও অনুমতি দেওয়ার পর জমায়েতের স্থান পরিবর্তনের আদেশ মেনে নেয়া মুশকিল।

তিনি আদালতের কাছে প্রস্তাব রাখেন, যেকোন শর্ত মেনে রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গনেই জমায়েত করতে প্রস্তুত আবেদনকারী। এক্ষেত্রে জমায়েতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা সাতশতাধিক অতিক্রম করবে না, তা নিশ্চিত করা হবে। সমস্ত সওয়াল শেষে আদালত শর্ত বেধে দিয়ে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গনেই আগামীকাল জমায়েতের অনুমতি দেন। এক্ষেত্রে পাঁচশ এর অধিক জমায়েতে মানুষের অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আদালত। তাছাড়া, জমায়েতে অংশ নেওয়ার আগে অন্য কোথাও ভীড় একত্রিত হওয়া নিয়েও আদালত নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। পুলিশকে অনুমতি দিয়েছে জমায়েত স্থলে যাওয়ার প্রবেশ পথে একাধিক নাকা পয়েন্ট গঠন করে অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতির হার নিরূপন করতে হবে। তাতে তৃণমূলের নেতারাও ওই নাকা পয়েন্টে উপস্থিত থেকে পুলিশকে সহযোগিতা করতে হবে। গাড়ি দাঁড়ানোর জন্য সেন্ট্রাল জেল মাঠ এবং নেতাজী স্কুলের মাঠ ব্যবহারে অনুমতি দিয়েছে আদালত। সর্বোপরি শহরে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব তৃণমূলকেও নিতে হবে, নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এছাড়া আজ শনিবার রাত বারোটার মধ্যে সমস্ত শর্ত মেনে পশ্চিম আগরতলা থানায় মুচলেকা দিতে হবে। মুচলেকা দিতে ব্যর্থ হলে আগামীকাল পুলিশকে জমায়েতের স্থান বদলের আদেশ কার্যকরে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে আদালত। আদালতের এই রায়ে তৃণমূল কংগ্রেস সন্তোষ ব্যক্ত করেছে।

বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

এলাকার অন্যান্য মহিলারা ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে আজ প্রথমে মহিলা থানা দ্বারস্থ হয়। মহিলা থানার পরামর্শে তারা আগরতলা পশ্চিম থানায় যান। সেখানে গিয়ে তারা ঘটনা বিস্তারিতভবে জানান এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। মহিলারা জানিয়েছেন এলাকায় মদ বিক্রি এবং জুয়ার আসর বন্ধ হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন। তারা জানিয়েছেন মদ ও জুয়ার খপ্পরে পড়ে এলাকার মানুষ নিঃস্ব হয়ে গেছেন। এলাকার সব অংশের মানুষের কল্যাণে তারা মদ বিক্রি এবং জুয়া খেলা বন্ধ করার জন্য এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। মহিলাদের শ্রীলতাহানি আক্রমণের ঘটনায় জড়িতদের নাম উল্লেখ করে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন তারা।

জিজ্ঞাসাবাদ

● প্রথম পাতার পর

বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজ্য সফরের প্রাক্কালে রাজ্যে যখন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মী-সমর্থকরা ব্যাপক প্রচারের সামিল হয়েছেন তখন মানুষ ব্যাপকভাবে সাড়া দিচ্ছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচার বানচাল করার লক্ষ্যে তারা নানা কৌশল নিচ্ছ বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। কুনাল ঘোষ বলেন রাজনীতি হবে ইস্যুর ভিত্তিতে। ধর্মের ভিত্তিতে রাজনীতি নয়। আগরতলা পশ্চিম থানায় তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পুলিশ আধিকারিকরা তাকে নানা বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেও তাকে গ্রেপ্তার করা হয়নি বলে জানা গেছে।

আগরতলায়

● প্রথম পাতার পর

বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত হয়। মিছিলটি এলাকার বিভিন্ন পরীক্ষা করে। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ স্পষ্ট ভাবে বলেন অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন।

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এর কৈলাশহর নগর বিভাগের সম্পাদকের উপর প্রাণঘাতী হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। শিক্ষাঙ্গনে এধরনের অবাঞ্চিত ঘটনা রোধে প্রশাসনকে কঠোর হস্তক্ষেপ করতে বিভিন্ন মহল থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

াঙ্গন

বিশ্বকাপের মঞ্চে মালিঙ্গার বিশ্বরেকর্ড ভাঙলেন রশিদ খান

শারজা, ৩০ অক্টোবর (হি.স) : দল হারলেও বিশ্বকাপের মঞ্চে অনবদ্য এক নজির গড়লেন আফগানি অধিনায়ক রশিদ খান। দুবাইয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জোড়া উইকেট নেওয়ার সুবাদে আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে ১০০ উইকেটের মাইলস্টোন টপকে যান আফগান স্পিনার। এই ম্যাচের পর আফগানিস্তান ও আইসিসির জার্সিতে রশিদের টি-২০ উইকেট সংখ্যা দাঁড়ায় ১০১।

মহম্মদ হাফিজ হলেন রশিদের ১০০তম শিকার। পরে তিনি ফিরিয়ে দেন বাবর আজমকেও।

বিশ্বের চতুর্থ বোলার হিসেবে লসিথ মালিঙ্গা, বাংলাদেশের শাকিব আল হাসান ও নিউজিল্যান্ডের টিম সাউদি। যদিও বাকিদের থেকে অনেক কম ইনিংসে তিনি এমন নজির গড়েন। রশিদ মাত্র ৫৩টি ইনিংসে বল করেই ১০০টি উইকেট তুলে নেন। এই নিরিখে বাকি তিন বোলার রয়েছেন বেশ কিছুটা দূরে। মালিঙ্গা ৭৬, সাউদি ৮২ ও শাকিব ৮৩টি ইনিংসে ১০০ উইকেটের মাইলস্টোন ছুঁয়েছেন। সুতরাং দ্রুততম বোলার হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে ১০০ উইকেট নেওয়ার বিশ্বরেকর্ড গড়েন রশিদ। তিনি ভেঙে দেন মালিঙ্গার রেকর্ড।

আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে ১০০ উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেন রশিদ। তাঁর আগে এই মাইলফলক টপকে গিয়েছেন শ্রীলঙ্কার

ফ্রেঞ্চ ওপেন সেমি ফাইনালে সিন্ধু

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর (হি.স) : ভারতের দুটি অলিম্পিক পদক বিজয়িনী পি ভি সিন্ধু ফ্রেঞ্চ ওপেন সিঙ্গলসের সেমি ফাইনালে পৌঁছে গেলেন। স্ট্রেট সেটেই তিনি হারিয়ে দিলেন থাইল্যান্ডের বুসানান অংবামরুউংফানকে।

কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচটিতে নিজস্ব স্টাইলে খেলেন। মাত্র ৩৮ মিনিট সময় লাগে তাঁর ম্যাচটি জিততে। এই প্রতিপক্ষের সঙ্গে তাঁর মুখোমুখি হওয়ার রেকর্ড হয়ে গেল ১৪-১। এবারের লড়াই সিন্ধু জিতলেন ২১-১৪, ২১-১৪ পয়েন্টে।

প্রথম গেমে শুরুতে ৫-১ পয়েন্টে এগিয়ে জন সিন্ধু। তা বাড়িয়ে ১১-৬ করেন। এরপর ১৮-৭ করার পর প্রথম গেমটি ২১-১৪ তে জিতে নেন। দ্বিতীয় গেমে লড়াইয়ে ফেরেন বুসানান।

৮-৮ স্কোর হয়ে যাওয়ার পর, গেম ব্রেক হয়। এরপর কোর্টে নেমে , সিন্ধু প্রতিপক্ষকে লড়াইয়ে ফিরতেই দেননি। ১৬-১০ থেকে টেনে নিয়ে যান ২০-১২ তে। বুসানান দুবার গেম আর ম্যাচ পয়েন্ট বাঁচান। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি।

২৬ বছরের হায়দরাবাদি এই ভারতীয় তারকা গত সপ্তাহে ডেনমার্ক ওপেনে বুসানানকে হারিয়ে ছিলেন।

বিশ্বের ৭ নম্বর প্লেয়ার সিন্ধু শেষ চারের লড়াইয়ে নামবেন বিশ্বের ১৫ নম্বর প্লেয়ার জাপানের সায়াকা তাকাহাশির বিপক্ষে।

রবিবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে মরণ-বাঁচন ম্যাচে ভারত

দুবাই, ৩০ অক্টোবর (হি.স) : পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টি-২০ বিশ্বকাপে প্রথম হারের ফলে এই মুহূর্তে বিশ্বকাপের যাত্রা অনেকটাই কঠিন হয়ে গেছে কোহলিদের জন্য। বিশেষত নিউজিল্যান্ড ম্যাচ এখন বিরাট বাহিনীর জন্য মরণ-বাঁচন ম্যাচে পরিণত হয়েছে। কারণ এই ম্যাচে জিততে না পারলে বিশ্বকাপ থেকে একরকম বিদায় নিশ্চিত হয়ে যাবে বিরাটদের।

তবে ম্যাচের আগে ভারতের সম্ভাব্য একাদশ নিয়ে চলছে চুলচেড়া বিশ্লেষণ। বিশেষজ্ঞদের মতে, ওপেনিংয়ের জন্য রোহিত-রাহুল জুটিতে কোন পরিবর্তন আনতে চাইবেন না কোহলি, তবে অনেকেই ঈশান কিশানের কথা বলছিলেন কিন্তু ওপেনিংয়ে অন্তত তার কোনও সুযোগ থাকবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। তিন নম্বরে গত ম্যাচেও নিজেকে প্রমাণ করেছেন বিরাট তাই তার জায়গা নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না।

চার নম্বরে এখনও সূর্য কুমার যাদবকেই দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা, অনেকেই মনে করছেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু কোহলি তাকে একবার শেষ সুযোগ দিতে চাইবেন। অনেকে আবার তার জায়গায় ঈশান কিশানকে নেওয়ারও পক্ষপাতী। পাঁচ নম্বরে উইকেটকিপার পন্থের সুযোগ প্রায় নিশ্চিত। গত ম্যাচে ৩৯ রানের সুন্দর ইনিংস খেলেছিলেন পন্থ।

বিশেষজ্ঞদের মতে হার্দিক পান্ডিয়া এবং ঈশান কিশানের মধ্যে কিছুটা প্রতিযোগিতা হওয়ার সুযোগ রয়েছে। যদিও হার্দিক এরই মাঝে নেট সেশনে বোলিং করেছেন, এবং তিনি যে ফিট তা অনেকটাই প্রমাণও করেছেন। কিন্তু ব্যাটিংয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই যোগদান রাখতে ব্যর্থ হার্দিক আর তাই তার জায়গায় ঈশান কিশানকে সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সূর্য কুমার যাদবকে ব্যবহার করা হতে পারে ফ্লোটার হিসেবে। এছাড়া দলে যে দুটি বড় পরিবর্তন দেখছেন বিশেষজ্ঞরা তার মধ্যে রয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন এবং শার্দুল ঠাকুর। শার্দুলের ব্যাটিং ভুবনেশ্বরের তুলনায় অনেকটাই ভালো, শুধু তাই নয়, বল হাতেও ভালো ফর্মে রয়েছেন তিনি।

তবে অনেকের মতই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের সম্ভাব্য একাদশঃ

বিরাট কোহলি (অধিনায়ক), রোহিত শর্মা (সহ-অধিনায়ক) কেএল রাহুল, সূর্যকুমার যাদব, ঋষভ পন্থ (উইকেটরক্ষক), হার্দিক পান্ডিয়া/ঈশান কিশান, রবীন্দ্র জাদেজা, আর অশ্বিন, শার্দুল ঠাকুর, জসপ্রিত বুমরাহ, মহম্মদ শামি।

হিন্দুস্থান সমাচার/সঞ্জয়

রানের খোঁজে 'পাওয়ার হিটার' চাই বাংলাদেশের

স্কিল হিটার দিয়ে শেষের সমীকরণ মেলাতে পারছে না বাংলাদেশ। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দলের হতশ্রী পারফরম্যান্সে মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে গেছে, শেষে ঝড় তোলার মতো একজনকে খুব প্রয়োজন। পরিপূর্ণ টি-টোয়েন্টি দল হয়ে উঠতে তাই সামনের দিনে 'পাওয়ার হিটার' খোঁজার কথা জানালেন বিশ্বকাপে দলের সঙ্গে থাকা নির্বাচক হাবিবুল বাশার।

এমন একজন ব্যাটসম্যানের অভাব বাংলাদেশ খুব করে অনুভব করে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে। প্রাথমিক পর্বের সেই ম্যাচে শেষ ৩০ বলে মাহমুদউল্লাহদের দরকার ছিল ৫৪ রান। শেষ পর্যন্ত তারা হারে ৬ রানে। এরপর সুপার টুয়েলভে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে শেষ ৩০ বলে প্রয়োজন ছিল ৪৪ রান। একটা বড় রানের ওভার ম্যাচ শেষ করে দিতে পারত অনেক আগেই। কিন্তু শেষ বলে গড়ানো ম্যাচে বাংলাদেশ হেরে যায় ৩ রানে।

এ তো গেল জিততে জিততে হেরে যাওয়া দুই ম্যাচের কথা। কোনো ম্যাচেই শুরুতে কাজে লাগানো যায়নি পাওয়ার প্লে, শেষে ওঠেনি ঝড়-আর এখানটায় বাংলাদেশের হতাশার চিত্র অনেক দিনের। বিসিবির পাঠানো শনিবারের ভিডিও বার্তায় সাবেক অধিনায়ক ও বিসিবি নির্বাচক হাবিবুল জানালেন, ভবিষ্যতের ভাবনায় ব্যাটিং সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে তাদের কাছে।

"ব্যাটিংটা আসলেই আমাদের ভুগিয়েছে। শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ভালো ব্যাটিং করেছিলাম, তাছাড়া বাকি ম্যাচগুলোতে আমরা ভালো ব্যাটিং করতে পারছি না। পারিনি আসলে। এই টুর্নামেন্টে ব্যাটিংয়ে যে প্রত্যাশা ছিল, আমরা তার কাছাকাছিও যেতে পারিনি।"

"বিশেষ করে পাওয়ার প্লেতে আমাদের ব্যাটিংয়ে অনেক উন্নতি করতে হবে, যদি আমরা টি-টোয়েন্টিতে ধারাবাহিকভাবে ভালো করতে চাই, বড় আসরে ভালো করতে চাই। তাই অবশ্যই ব্যাটিংয়ে আমাদের উন্নতি করতে হবে। আর নিচের দিকেও কিন্তু আমাদের পাওয়ার হিটার দরকার। অন্য দলগুলোতে এমন অনেকেই আছে, যারা ওভারে ১০ থেকে ১২ রান করে তুলতে পারে। এই জায়গায় আমাদের কিছু ঘাটতি আছে, এটা নিয়েও কাজ করতে হবে।"

বিশ্বকাপে এখনও দুটি ম্যাচ আছে বাংলাদেশের। খুব ক্ষীণ হলেও কাগজে কলমে বেঁচে আছে সেমি-ফাইনালের আশা। সেটা থাকুক আর না থাকুক, শেষটা অন্তত ভালো করে দেশে ফিরতে চায় বাংলাদেশ। বিশ্বকাপ ফাইনালের পাঁচ দিন পরই আবার পাকিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে নামবে বাংলাদেশ। হাবিবুল বললেন, আপাতত তাদের সম্পূর্ণ মনোযোগ পরের দুই ম্যাচে। এরপর তারা ভাববেন পাকিস্তান সিরিজ নিয়ে। সেখান থেকে শুরু হবে নতুন পরিকল্পনা।

"আমরা এখনও বিশ্বকাপের মধ্যেই আছি। আমাদের এখনও মূল পর্বের দুটো ম্যাচ বাকি আছে। ভবিষ্যতে কী করতে হবে, না করতে হবে, অবশ্যই তা নিয়ে আমাদের কিছু চিন্তা-ভাবনা আছে। সেটা আমরা এই বিশ্বকাপ শেষ করার পরই করতে চাই। "ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমাদের কী করা উচিৎ, পাকিস্তান সিরিজের আগে আমরা যে সময়টা পাব, তখন এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবআমাদের তো সামনে অনেক খেলা আছে। বিশ্বকাপে আমরা একটা লক্ষ্য নিয়ে এসেছিলাম। সেটা পূরণ করতে পারিনি। সামনে অনেক খেলা আছে, সেখানে কীভাবে ভালো করা যায়, এই ভুলগুলি থেকে শিক্ষা নিয়ে কীভাবে আরও ভালো করা যায়, সেটাই আসলে মূলত আলাপ করব। সেটাই ভবিষ্যতের পরিকল্পনা।"

রোনালদো-কাভানির নৈপুণ্যে ইউনাইটেডের জয়

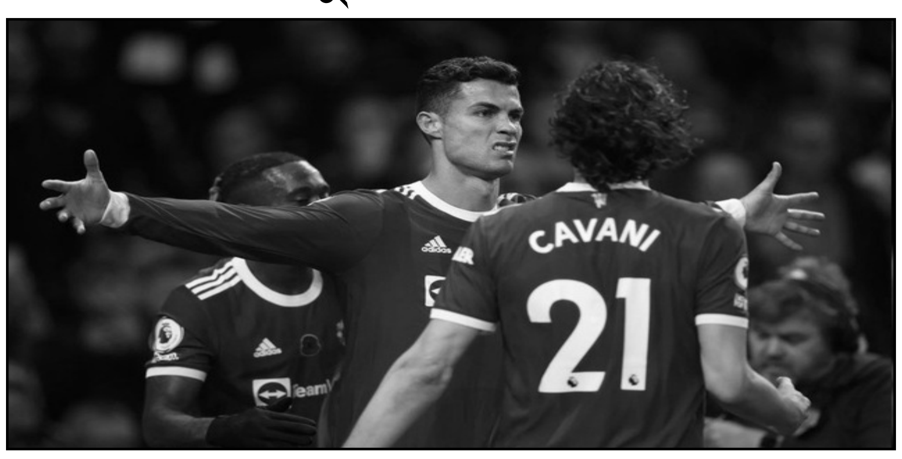

পুরনো ঠিকানায় নতুন শুরুটা দারুণ হলেও হঠাৎ করেই যেন গোলের ঠিকানা ভুলে গিয়েছিলেন ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো। প্রিমিয়ার লিগে চার ম্যাচ পর অবশেষে জালের দেখা পেলেন পর্তুগিজ তারকা। গোল পেলেন এদিনসন কাভানিও। জয়ের স্বস্তি ফিরল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড শিবিরে। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে শনিবার টটেনহ্যাম হটস্পারের মাঠে ৩-০ গোলে জেতে ইউনাইটেড। গত দুই রাউন্ডে লেস্টার সিটির কাছে ৪-২ গোলে হারের পর লিভারপুলের বিপক্ষে ৫-০ ব্যবধানে বিধ্বস্ত হয়েছিল উলে গুনার সুলশারের দল। ১০ ম্যাচে পাঁচ জয় ও দুই ড্রয়ে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে আছে ইউনাইটেড। সমান ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে অষ্টম স্থানে টটেনহ্যাম।

একই দিন নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে ৩-০ গোলে হারানো চেলসি ২৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে। ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নের সঙ্গে ২-২ ড্র করা লিভারপুল ২২ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে। ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে ২-০ গোলে হারা শিরোপাধারী ম্যানচেস্টার সিটি ২০ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে তৃতীয় স্থানে। প্রথমার্ধে বলের নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে ছিল টটেনহ্যাম; আক্রমণে আধিপত্য করে ইউনাইটেড। এই সময় ৫২ শতাংশ সময় বলের নিয়ন্ত্রণ রেখে গোলের জন্য নেওয়া ৭ শটের কোনোটিই লক্ষ্যে রাখতে পারেনি স্বাগতিকরা। অন্যদিকে, ৮ শটের দুটি লক্ষ্যে রেখে একটি গোল তুলে নেয় ইউনাইটেড।

২৮তম মিনিটে কর্নারে এরিক ডায়ারের হেডের পর দূরের পোস্টে থাকা ক্রিস্তিয়ান রোমেরো ঊরু দিয়ে ঠেলে জালে বল জড়ান। কিন্তু টটেনহ্যামের এই আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার আগে থেকেই ছিলেন অফসাইড পজিশনে।৩৩তম মিনিটে রোনালদোর পাস ধরে ফ্রেদের শট ফিরিয়ে টটেনহ্যামের ত্রাতা হুগো লরিস। এটিই ছিল প্রতিপক্ষের গোলমুখে ইউনাইটেডের প্রথম আক্রমণ।

ছয় মিনিট পর রোনালদোর দারুণ গোলেই এগিয়ে যায় ইউনাইটেড। ব্রুনো ফের্নান্দেসের ক্রসে দুরূহ কোণ থেকে পর্তুগিজ ফরোয়ার্ডের ভলি ঝাঁপিয়ে পড়া লরিসকে ফাঁকি দিয়ে দূরের পোস্ট দিয়ে জালে জড়ায়।দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে বুলেট গতির শটে জালে বল পাঠান রোনালদো। কিন্তু এই তারকা ফরোয়ার্ডের উদযাপনের রেশ কেটে যায় অফসাইডের পতাকা ওঠায়।

৬৪তম মিনিটের সুযোগ কাজে লাগিয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করে ইউনাইটেড। ফের্নান্দেসের থেকে পাওয়া বল রোনালদো থ্রু পাস বাড়ান কাভানির উদ্দেশে। গোলরক্ষককে কাটিয়ে জালে বল পাঠিয়ে দেন উরুগুয়ের ফরোয়ার্ড।৭১তম মিনিটে রোনালদোকে তুলে মার্কাস র‍্যাশফোর্ড ও ১০ মিনিট পর কাভানির বদলি হিসেবে জেসে লিনগার্ডকে নামান ইউনাইটেড কোচ। প্রতিপক্ষের আক্রমণভাগের দুই তারকার অনুপস্থিতি কাজে লাগাতে পারেনি টটেনহ্যাম। বরং ৮৬তম মিনিটে আরেকটি গোল হজম করে বসে দলটি। মাঝমাঠে নিজেদের মধ্যে বল দেওয়া-নেওয়া করে আচমকা থ্রু পাস বাড়ান নেমানিয়া মাতিচ। এক ছুটে বল ধরে কোনাকুনি শটে লক্ষ্যভেদ করেন একটু আগেই বদলি নামা র‍্যাশফোর্ড। তাতে গত মাসের মাঝামাঝি চেলসির কাছে হারের পর নিজেদের মাঠে আরেকটি হার নিশ্চিত হয়ে যায় টটেনহ্যামের। ছন্দহারা দলটি এবারের লিগে হোম-অ্যাওয়ে মিলিয়ে এই নিয়ে পাঁচ ম্যাচে হারল।

সন্ধান চাই

পাশের ছবিটি কুমারী নিশাত আনন সূচনা (১৬) পিতা মহম্মদ মকলিস মিয়া সাং টিলাগাঁও, থানা ইরানী উনকোটি ত্রিপুরা। গত ২৯.০৯.২০২১ ইং তারিখ উক্ত নাবালিকা মেয়েটি বাড়ি থেকে টিলা বাজার গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এ টাকা তোলার জন্য বাহির হয় কিন্তু আর ফিরে আসেনি। পরবর্তী সময় জানা যায় মেয়েটিকে জিতেন সিং নামক একটি ছেলে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তাহার বর্ণনা ঃ- বয়স ১৬ বছর, উচ্চতা ৫ ফুট, ২ ইঞ্চি, গায়ের রং ফর্সা, মুখমণ্ডল - গোলাকার। ইরানী থানার কেস নাম্বার ৭৬/২১ ভারতীয় দণ্ড বিধি আইনের ৪১৭/৩৬৬ ধারা, তারিখ ৩০/০৯/২০২১। উপরিউক্ত ছবিটির কোন সন্ধান জানিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় সংবাদ প্রেরণের অনুরোধ রহিল।

যোগাযোগের ঠিকানা-

১। এস পি ঊনকোটি কৈলাসহর ফোন নং - ০৩৮২৪-২২২৩৯২

২) এসডিপিও কৈলাসহর ফোন নং - ০৩৮২৪-২২২২১৬

৩) ও সি ইরানী থানার ফোন নং - ৮৯৭৪২৭৯৭৯৭/৮৯৭৪৩৭৯৪৬৬

ICA-D-1158/2021-22

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

ভূবনবনে মদ বিক্রেতাদের হাতে নিগৃহীত মহিলা পশ্চিম আগরতলা মহিলা থানায় ডেপুটেশন দিয়েছেন শনিবার। ছবি নিজস্ব।

তেলিয়ামুড়ায় শ্যামা মায়ের আরাধনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ক্লাব সংস্থার কর্মকর্তাদের মধ্যে ব্যাপক তৎপরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। তেলিয়ামুড়ায় শ্যামা মায়ের আরাধনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ক্লাব ও সংস্থার কর্মকর্তাদের মধ্যে ব্যাপক তৎপরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। তেলিয়ামুড়া এবার বিগ বাজেটের পুজো করছে কালিটিলা যুব সংস্থা। পূজা উপলক্ষে তারা বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। আগামী ৪ঠা নভেম্বর আলোর উৎসব দীপাবলি। আলোর উৎসব দীপাবলিকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই জোরদার প্রস্তুতিতে কোমর বেঁধে ময়দানে ব্যস্ত পূজা উদ্যোক্তারা।

-খাওয়া দাওয়া ভুলে শ্যামা মায়ের আরাধনায় ব্রতী হয়েছে বিভিন্ন পুজো উদ্যোক্তা ক্লাব, সামাজিক সংস্থা, সহ অন্যান্যরা। বরাবরের মতো এ বছরও করোনার অন্ধকারের করাল গ্রাস কাটিয়ে ওঠে শ্যামা মায়ের আরাধনায় ব্রতী হয়েছে তেলিয়ামুড়া মহাকুমার কালিটিলা যুব সংস্থা। এবছর নিয়ে তাদের এই পুজো ৩৮ তম বছরে পদার্পণ করল। বরাবরের মতোই বিগ বাজেটের পূজো গুলোর মধ্যে কালিটিলা যুব সংস্থা অন্যতম। এবছর তারা ১০ লক্ষ টাকা বাজেট নিয়ে শ্যামা মায়ের আরাধনায় ব্রতী হয়েছে। এবছর তারা শ্যামা মায়ের ৫১ টি রূপকে পুজো করবে। এটাই মূলত বিশেষ আকর্ষণ।এর পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি সহ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যারও আয়োজন করেছে এই কালিটিলা যুব সংস্থা।

তারা আশাবাদী, তাদের এই পুজো প্রাঙ্গণ শত শত মানুষের পদচারণায় উৎসবমুখর হয়ে উঠবে। পূজা উদ্যোক্তারা আপামর রাজ্যবাসী সহ গোটা তেলিয়ামুড়াবাসীর কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন যাতে করে রাজ্য সরকারের করোণা নিয়ে জারি করা বিভিন্ন নিয়ম নীতিকে মান্যতা দিয়ে পুজো দেখতে আসেন।সেই সঙ্গে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখারও আহ্বান জানিয়েছেন তারা।

সাপের কামড়ে মহিলার মৃত্যু কল্যাণপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৩০ অক্টোবর।। সাপের কামড়ে এক মহিলার মৃত্যু হয়। ঘটনা কল্যাণপুর থানা এলাকার বাগানবাজার চা বাগানে। মহিলার আকস্মিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে আসে চা বাগান এলাকায়।

প্রাপ্ত খবরে জানা যায় কল্যাণপুর থানা এলাকার বাগানবাজার চা বাগানের বাসিন্দা পেশায় দিন হাজিরা শ্রমিক সাবিত্রী তাঁতি বয়স ৪০ শুক্রবার রাতে কোন এক সময় প্রাকৃতিক কাজ করতে ঘর থেকে বাইরে বের হয়। এমন সময় হঠাৎ তার পায় সাপে কামড় দেয় বলে জানা যায়। রাতেই তাকে পরিবারের অন্য সদস্যরা খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

খোয়াই জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা হয় তার কিন্তু শুক্রবার শেষ রাতে চিকিৎসকের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে মহিলা। পরিবারের অন্য সদস্যরা খোয়াই জেলা হাসপাতালে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। এই মহিলা দিন হাজিরার কাজ করেই সংসার প্রতি পালন করতেন। শনিবার সকালে খোয়াই থেকে মহিলার মৃতদেহ বাগানবাজার চা বাগান স্থিত বাড়িতে আনা হয় এবং শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। সাপের কামড়ে মহিলার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই জনমনে বেশ চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

মিশন মুডে কাজ করলে সাফল্য অবশ্যই আসবে জানালেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। আজ রাজধানীর প্রজ্ঞা ভবনে 'দ্য ইন্সটিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স (ইন্ডিয়া)' (ত্রিপুরা স্টেট সেন্টার)-এর ১৩-তম বার্ষিক সাধারণ সভার শুভ সূচনা করেন পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এরপর 'লো কস্ট হাউজিং,ড্রিংকিং ওয়াটার অ্যান্ড সেনিটেশন' শীর্ষক একটি আলোচনাসভার সূচনা করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, যেকোনো প্রকল্প মিশন মুডে রূপায়ণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে সময়ের আগে কাজ সম্পন্ন করতে পারলেই মিশন কথাটির প্রকৃত প্রতিফলন ঘটে। আমাদের

রাজ্যেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির স্বপ্নের 'জল জীবন মিশন' প্রকল্প এবং 'হর ঘর জল'-শ্লোগানকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাড়ি বাড়ি পানীয়জলের সংযোগ প্রদানে স্বচ্ছতা বজায় রেখে কাজ করতে হবে। এই কাজে কোনও ধরনের অনিয়মকে সরকার প্রশ্রয় দেবে না। বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগ প্রদানে পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরকে মিশন মুডে কাজ করতে হবে।

তিনি বলেন, মিশন মুডে কাজ করলে সাফল্য অবশ্যই আসবে। আগামী ২০২২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সমগ্র রাজ্যে বাড়ি বাড়ি পরিশ্রুত পানীয় জল সংযোগ দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। এজন্য অর্থের কোনও সমস্যা নেই। এখন প্রত্যেকটি জেলায় জেলায় এবং গ্রামে গ্রামে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার কাজ চলছে। তিনি বলেন, দেশে আজও পানীয় জলের সমস্যা রয়ে গিয়েছে। বিশেষত প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ এখনও জলকষ্টে ভোগেন। অনেক গ্রামে এখনও পানীয় জলের জন্য মানুষকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়। দেশ যখন প্রযুক্তির পথে কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়েছে, তখন এই জলের সমস্যা সরকারের কাছে যথেষ্ট উদ্বেগের। তাই দ্রুত সেই সমস্যার সমাধান করতেই 'জল জীবন মিশন' প্রকল্পের মাধ্যমে এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে কেন্দ্র সরকারের তরফে।

আজকের এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের নির্বাহী বাস্তকার রাজীব দেববর্মা, দ্য ইন্সটিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স (ইন্ডিয়া) (ত্রিপুরা স্টেট সেন্টার)-এর চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার চিন্ময় দেবনাথ, দ্য ইন্সটিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স (ইন্ডিয়া) এর প্রাক্তন সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার শিশির কুমার ব্যানার্জী, রুরাল ডেভেলপমেন্ট ফোরামের চেয়ারম্যান দেবানন্দ বসাক, ডক্টর শুভদ্বীপ ভট্টাচার্য্যী সহ দ্য ইন্সটিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স (ইন্ডিয়া) (ত্রিপুরা স্টেট সেন্টার)-এর অন্যান্য পদাধিকারী ও সদস্য-সদস্যরা

পুর ও নগর ভোটের মুখে বিলোনীয়ায় বিরোধী নেতা কর্মীদের বাড়িতে হামলার অভিযোগ আনল সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩০ অক্টোবর।। কিছুদিন আগে সিপিআইএম বিলোনীয়া মহকুমা সম্পাদক তাপস দত্ত আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে, আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন শান্তি পূর্ণ নির্বাচন হবে কিনা , সেই আশঙ্কাই বাস্তবে পরিণত হতে চলছে বলে অনেকের অভিমত। বিলোনিয়ার পৃথক পৃথক দুটি জায়গায় হামলার ঘটনায় স্পষ্ট হয়ে উঠলো বিরোধীরা নির্বাচনের জন্য কাজ করতে পারবে না ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না। গত শুক্রবার রাতে বরোজকলোনি এলাকায় ৫ নং ওয়ার্ড এর সিপিআইএমের মনোনীত প্রার্থী ভোলা দাসের বাড়িতে হামলার অভিযোগ করে বিজেপি বাইক বাহিনীর বিরুদ্ধে। মুখে কাপড় বাঁধা অবস্থায় ১৫ থেকে ২০ জনের বাইক বাহিনী হঠাৎ বিলোনিয়া পৌর পরিষদের পাঁচ নং ওয়ার্ডের সিপিআইএম মনোনীত প্রার্থী ভোলা দাশের বাড়িতে হামলা চালায়। ইট-পাটকেল সহ মদের বোতল ছুড়তে থাকে পাশাপাশি ঘরের দরজা ভাঙ্গার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ করে বাইক বাহিনীর বিরুদ্ধে। সিপিআইএম মনোনীত প্রার্থী ভোলা দাস এর আরও অভিযোগ প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করার জন্য বলে বাইক বাহিনী। খবর দেওয়া হয় বিলোনিয়া থানার পুলিশকে। পুলিশ গিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে সেখান থেকে ছোড়া কিছু ইট ও মদের বোতল সংগ্রহ করে নিয়ে আসে।

এদিকে শনিবার দুপুরে বিলোনিয়া শালটিলা এলাকায় সিপিআইএম এর নারীনেত্রী অর্থাৎ প্রাক্তন চেয়ারম্যান খুকু ঘোষের বাড়িতে ও ইটপাটকেল ছোড়ে হামলা চালায় বাইক বাহিনী। এমনই অভিযোগ নারীনেত্রী খুকু ঘোষের। ইট মারার ফলে জানালার কাঁচ ভেঙ্গে যায়। এদিকে পুলিশকে জানানোর পরও পুলিশ তাদের সাথে কোন যোগাযোগ না করে বাড়ির সামনে দিয়ে চলে যায় বলে অভিযোগ নারীনেত্রীর। ঘটনায় সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটি তীব্র নিন্দা জানিয়ে রাজ্য প্রশাসনের কাছে আবেদন জানান যাতে শান্তিপূর্ণ ভোট হয়।

আমবাসায় নাবালিকা ধর্ষণ, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। টানা চারদিন পালিয়ে থাকার পর অবশেষে ধর্ষণকারীকে জালে তুলতে সক্ষম হল আমবাসা থানার পুলিশ। দিব্যাঙ্গ নাবালিকা ধর্ষণ কাণ্ডে জড়িত সপ্তম মারাককে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।গত মঙ্গলবার ধলাইয়ের বলরাম এলাকায় প্রতিবন্ধী নাবালিকা ধর্ষণকাণ্ডে অভিযুক্ত আসামিকে অবশেষে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। ঘটনার চারদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর আমবাসা থানার পুলিশ নেপাল টিলা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে আসামিকে। পুলিশ জানায়, ঘটনা সংঘটিত করার পর দীর্ঘ চারদিন যাবৎ গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল আসামি সপ্তম মারাক। পুলিশের বহু খোঁজাখুঁজির পর শেষে নেপাল টিলা এলাকা থেকে আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয় শনিবার। আমবাসা থানার পুলিশ নেপাল টিলা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে আমবাসা থানায়। বর্তমানে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর আমবাসা থানা থেকে আদালতে প্রেরণ করা হয়।অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে আমবাসা থানার পুলিশ। এদিকে আটক ধর্ষণকারীর বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ধর্ষিতার পরিবার এবং এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

খোয়াই পুর নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন জমা দিলেন বামপ্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৩০ অক্টোবর।। খোয়াই পুর পরিষদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য বাম প্রার্থীরা শনিবার মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। ১৫ টি আসনের মধ্যে এদিন নটি আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে বামেরা।অবশ্য অন্য কোন দল এখনও পর্যন্ত খোয়াই এ মনোনয়নপত্র জমা দেয়নি।

আসন্ন পুর নির্বাচনকে সামনে রেখে শনিবার খোয়াই মহকুমা শাসকের নিকট মনোনয়ন পত্র প্রদান করল প্রধান বিরোধী দল সিপি আইএম। মোট ১৫ টি আসনের মধ্যে ৯ টি আসনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয় এদিন।বাকি ছয়টি আসনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বামেরা। জানা যায় ,সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন যদি পরিচালিত হয় তাহলে সারা রাজ্যের সাথে ভাল ফলাফল করবে বামেরা। মনোনয়নপত্র প্রদান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বললেন সিপিআইএম মহকুমা কমিটির সম্পাদক পদ্ম কুমার দেববর্মা। পাশাপাশি তিনি আরো বলেন, বর্তমান সরকারকে মানুষ এখন আর মেনে নিতে পারছে না।

তাই প্রশাসন যেন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন পরিচালনা করে এবং জনগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে তার ব্যবস্থা করার জন্য দাবি তোলেন তিনি। রাজ্যে সিপিআইএম যেভাবে মিছিলের মধ্য দিয়ে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছে সেই রকম কোন প্রভাব খোয়াইতে লক্ষ করা যায়নি। যেকোনো ধরনের সংঘাত এড়াতে এ ধরনের কৌশল নেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত সোনামুড়ার দাওধারানির ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৩০ অক্টোবর।। প্রতি দিনের ন্যায় ইমান হোসেন আজকে ও মাদ্রাসা য় যায় পঠন পাঠনের জন্য।সে দাওধারানি মাদ্রাসার নবম শ্রেণিতে পাঠরত।তার বাড়ি কাঁঠালিয়া মাদ্রাসা আবাসিক রোমে থেকে পড়াশুনা করছে। ক্লশ শেষে রোমে যাওয়া র পথে ইমান বাইসাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিল তখন আনুমানিক একটা দশ মিনিট হবে।ঠিক এই মূহুর্তেরে মধ্যে ই বক্সনগর থেকে সোনামুড়া যাওয়ার পথে বুলেরো সাদা রঙের গাড়ি ইমান হোসেন কে সজোড়ে ধাক্কা মেরে গাড়ি টি দ্রুতগতিতে চলে যায়। দোমরে মুচরে বাইসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে যায় পাকা সড়কের কিনারে।

তার নাকে ও মুখে প্রচন্ড আঘাত লাগে এবং রক্তে সারা শরীর মাথা ফেটে গেছে।রক্তাক্ত অবস্থায় মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্র রা ইমান কে সঙ্গে সঙ্গে সোনামুড়া হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।হাসপাতালের চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা করেই অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়া জি বি হাসপাতালে রেফার করে দেয়।বর্তমানে ইমান মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে।এ দিকে উক্ত দূর্ঘটনার খবর শুনা মাএ সোনামুড়া থানার পুলিশ ঘটনা স্থলে যান এবং যে গাড়ি টি ধাক্কা মেরেছে ঐগাড়ির নম্বর কেউ জানে কি না তা অন্য ছাত্র ও শিক্ষকে জিজ্ঞেস করেন। দুই জন ছাএ এবং একজন প্রত্যক্ষ দর্শী গ্রামের যুবক দেখতে পায় সাদা রঙের বুলেরো গাড়ি।দূর্গটনা স্থান থেকে একটু দূরে গাড়ি টি থেমে দেখেই খুব দ্রুতগতিতে পালিয়ে যায ঘাতক গাড়ি টি।পুলিশ পুরো ঘটনা টি তদন্ত করছে এবং গাড়ির সন্ধানে নেমেছে।বেপোরোয়া ভাবে যানবাহন চলা চলের ফলে প্রতিদিন কোথাও না কোথাও না দূর্গটনা মৃত্যু হচ্ছে সাধারণ পথ চারী এবং স্কুল ছাএ ছাত্রী।পরিবহন দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে নাগরিক মহলে।

কল্যাণপুরের মৎস্য চাষীদের মধ্যে জাল বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি কল্যাণপুর ৩০ অক্টোবর।। কল্যাণপুর ব্লক এলাকার বিভিন্ন মৎস্য চাষীদের মধ্যে এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জাল বিতরণ করা হয়। শনিবার কল্যাণপুর স্কুলের লোটাস কমিউনিটি হলে স্থানীয় মৎস্য দফতরের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। প্রদীপ জ্বেলে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন এলাকার বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী। মঞ্চে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন কল্যাণপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন সৌমেন গোপ; ভাইস চেয়ারপার্সন রাজীব পাল; কল্যাণপুর ব্লকের বিয়ে চেয়ারম্যান ইন্দ্রানী দেববর্মা; সমাজকর্মী জীবন দেবনাথ সহ অন্যান্য অতিথিবর্গ রা। পাশাপাশি মৎস্য দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। কল্যাণপুর ব্লক এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে আগত মোট ১০১ জন মৎস্য চাষীদের মধ্যে বিনামূল্যে জাল বিতরণ করা হয়।যাতে করে মৎস্য চাষিরা স্বনির্ভর হতে পারে। এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে বেশ সাড়া পড়ে কল্যাণপুর এলাকায়। প্রধান বক্তার ভাষনে বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী বলেন মৎস্য দপ্তর বরাবর চেষ্টা করছে কিভাবে মৎস্যচাষীদের স্বনির্ভর আত্মনির্ভর করা যায়। সময়ে সময়ে দপ্তর থেকে চাষীদের মধ্যে বিভিন্ন চারাপোনা দেয়া হচ্ছে মাছের খাবার দেয়া হচ্ছে আরও বিভিন্ন কিছু জিনিস দেয়া হচ্ছে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে যাতে করে মৎস্য চাষিরা বিজ্ঞান প্রথায় আরো বেশি করে চাষাবাদে মনোনিবেশ করতে পারে। তিনি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে আলোচনা করেন। মৎস্য চাষীদের বিনামূল্যে এই জাল পেয়ে বেজায় খুশি। মৎস্য দপ্তরের ভূয়শী প্রশংসা করেন কৃষকরা।

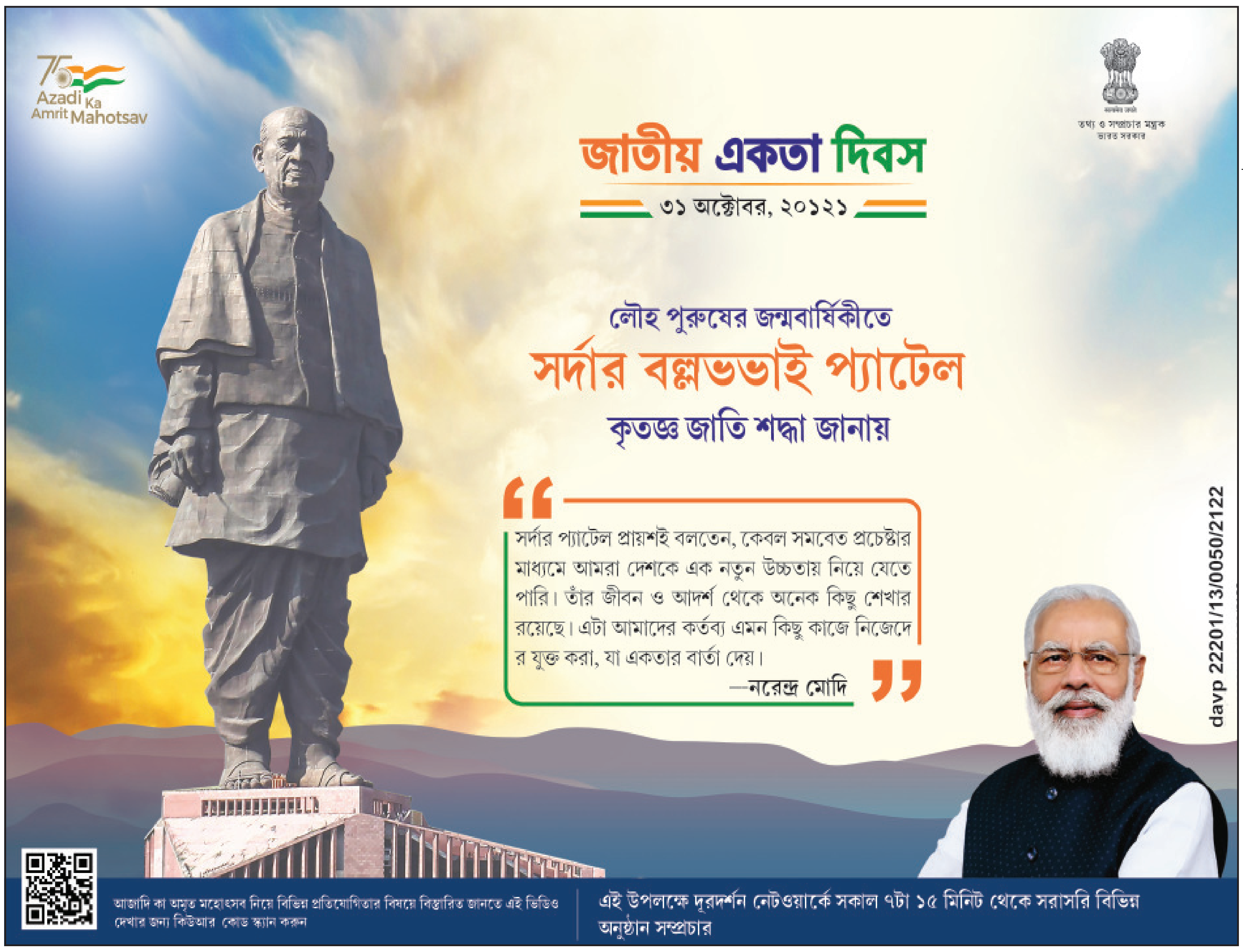

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।